শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শরণং।

সারজ্ঞানতত্ত্ব।

তথা পঞ্চ উপাসক ও ষটচক্রভেদ।

শ্রীযুত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা
বঙ্গ ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া

শ্রীরাধামাধব শীল ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শীল
এবং শ্রীমধুসূদন শীল ইঁহাদিগের দ্বারা

কলিকাতা

জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইল।

সন ১২৫২ সাল তারিখ ১৮ বৈশাখ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নমঃ।

সারজ্ঞান তত্ত্ব নামক গ্রন্থ ॥

ত্রিপদী ॥ নম দেব গজানন, সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন, বাঞ্ছাসিদ্ধি তোমার স্মরণে। তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, অজ্ঞানের জ্ঞান গুরু, বন্ধুর উজ্জ্বল ত্রিনয়নে ॥ তরুণ অরুণ প্রায়, সিন্দূরে মণ্ডিতকায়, ইন্দুর বাহনে কর গতি। এক দন্ত লম্বোদর, সুশোভিত চারি কর, সকল অমরে করে স্তুতি ॥ আমি দীনক্ষীণ মতি, না জানি স্তুতিভক্তি, দীননাথ তুমি দীনবন্ধু। করিয়াছি অভিলাষ, পূর্ণ কর মম আশ, কৃপাময় তুমি কৃপাসিন্ধু ॥ কৃপা করে নিজ দাসে, জ্ঞানাদিত্য দেহাকাশে, প্রকাশিয়া বিনাশয় তম। দূরারাধ্য সেই হবে, হৃদি পদ্ম প্রকাশিবে, সৌরভ গৌরব নিরূপণ ॥ পদ্মাসনে করি স্থিতি, জ্ঞান দেহ গণপতি, স্তুতি নতি করি রাঙ্গা পায়। কবি নহি কি করিব, কেমনে গ্রন্থ রচিব, শব্দবর্ণ জ্ঞান নাহি তায় ॥ নহি জ্ঞাত কবিতন্ত্র, অসাধ্য সাধনে মন্ত্র, মনমত্ত স্ফূর্ত্তি প্রবর্ত্তিল। সারজ্ঞান তত্ত্বাস্বাদ, প্রকাশ করিতে সাধ, দ্বিজ পীতাম্বরের হইল ॥

প্রথমেতে বন্দি মাতা পিতার চরণ। যাহা হৈতে সৃষ্টি দৃষ্টি কারণ[illegible] ॥ দশমাস গর্ভে বাস ঘোর অন্ধকারে। অন্ধ প্রায় বন্দ ছিলাম জননী জঠরে ॥ বাল্যকালে বাল্য ক্রীড়ায় না জানি জননী। যুবার যৌবন রসে কিছু নাহি মানি ॥ কি হইবে পর কালে না ভাবি তখন। পূর্ণজাত অতিদুঃখ নহে নিবারণ ॥ মাতা ভক্তি যেইজন জগতে পূজিত। [illegible] গুণবন্ত কৃতা[illegible]িত পুরাণেতে নানা ভক্তের আছে নিদর্শন। বর্ণিতে অশক্ত তার বিশেষ বর্ণন ॥ সেই পাদপদ্ম যদি হৃদপদ্মে রয়। অবিলম্বে চতুর্বর্গ ফল লভ্য হয় ॥ মাতৃ [illegible] কিঙ্কর আমি শ্রীনাথের দাস। আপনার পরিচয় করিব প্রকাশ ॥ খড়দহের মুখোটি পণ্ডিত যোগেশ্বর। সপ্তসুত গুণযুত প্রধান শঙ্কর ॥ শঙ্কর শঙ্কর তুল্য উপাসনা [illegible]। আহার [illegible] তার সতের মহিত[illegible] তাহার কনিষ্ঠ পুত্র নাম পূর্ণানন্দ। গোবিন্দ চরণারবিন্দে সদা চিত্রানন্দ তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুক্তিনন্দ। আচারে বিচারে নাহি তাহার সমান ॥ শ্রীরাম তাহার [illegible] সর্ব জনে জানে। রাম তুল্য শৌর্য্যবীর্য্য [illegible] তাঁর পুত্র মধুসূদন সুজনপালক কুলশাস্ত্রে [illegible] জগতে বিদিত। তার সুত কাশীশ্বর ঈশ্বর সমান। ঘটকের কারিকায় রয়েছে প্রমাণ ॥ তাহার [illegible] চারি চারিদিগ্বিজয়। [illegible] পিতৃ প্রিয় হয় ॥ তাহারে অনেক পুত্র শ্রেষ্ঠ পঞ্চজন। জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীশঙ্কর ক্রমেতে গণন। দুর্গারাম দ্বিতীয় দ্বিতীয় সুরপতি। প্রয়োনগরি গ্রামে তে যাহার বসতি ॥ গৌরিশঙ্কর হরিশঙ্কর ভবাণীশঙ্কর.

আশুতোষ তাঁর কেন অভেদ শঙ্কর ।। দুর্গার অনুজ মদনচন্দ্র নাম ধরে । বিবাহ করিল দুই হাট বঙ্গপুরে ।। প্রথম সংসারে তার হইল তনয় । রাখিল বৈকুণ্ঠনাথ নাম যে তাহার ।। মাতৃপিতৃ অনুরক্তি ভক্তি বিলক্ষণ । অবিবাদি প্রিয়বাদি অতি সুলক্ষণ ।। তাহার অনুজ দীনক্ষীণ পীতাম্বর । বিদ্যা বুদ্ধি হীন নরাকৃতি কলেবর ।। পাকড়ি নিবাস আশা শ্রীগুরু চরণে । পূর্বে শ্রীভাগীরথী ত্রিবেণীর সন্নিধানে ।। হুগলি জিলার মধ্যে বেণীপুর থানা । রুদ্রনগর নাম তার কাগজে নিশানা ।। ভাষার সংগীতে গ্রন্থ করিতে রচন । পদ্য গদ্য ভাব হীন সকল লক্ষণ ।। যেমত বামনে চন্দ্র ধরিবারে চায় । যেমত পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘিবারে ধায় ।। মহা২ কবি সব নানা কাব্যচ্ছলে । মনন বৃত্তান্ত কথা গ্রন্থে প্রকাশিলে ।। বোবার স্বপ্নের সম মম চিত্ত হয় । প্রকাশিতে নাহি পারি শব্দ ভঙ্গ ভয় ।। কদাচিতে বিদ্যুৎ তুল্য নহে কোন দিনে । সেরূপ মম কবিত্ব কবির সদনে ।। নিজগুণে গুণিজনে করি কৃপালেশ । দীনের দীনত্ব দৈন্য হরিবে বিশেষ ।। সারজ্ঞান তত্ত্ব গ্রন্থ করিতে রচন । দ্বিজ পীতাম্বর এই করিল মনন ।।

পয়ার ।। হইল সংসার আমার অসার কারণ । সদা মনাগুনে দগ্ধ সংসার জীবন ।। কাতর কিঙ্করে গুরু হয়ে কৃপাবান । জ্ঞান অন্ধ জনেরে দিলেন চক্ষুদান ।। গুরু মুখোপাধ্যায় বাক্য ঐক্য করি হৃদে । সন্তোষ হইল চিত্ত শ্রীগুরু প্রসাদে । সংসার অসার [illegible] আশে । ক্রমেতে ভ্রমিলাম আমি নানা

দেশে দেশে ॥ শিবউক্তি আছে শক্তি মুক্তির কারণ। বঞ্চিত নঞ্চিত যদি হয় পাপীজন ॥ অন্ধজনে ব্রহ্মধ্যান যত্ন নাহি করে। নিরানন্দে শক্তি রহে আনন্দ মন্দিরে ॥ উভয়যোগে প্রাণায়োগে, হইল সংযোগ। সংসারের সারভক্তি শক্তিতে মজে গ ॥ শ্রীবক্তি বুদ্ধিমতি অতি চমৎকার। রূপ গুণ বর্ণিতে অসাধ্য সবাকার ॥ নামের প্রশংসা তার কহনে না যায়। স্মরণেতে মহাপাপী মুক্তিপদ পায় ॥ রবি শশি রাহুগ্রস্ত করিয়া স্নান ॥ কাশীবাসি হয়ে কোটি গাভি করে দান ॥ মাঘেতে প্রয়াগেতে যদি কল্পতরু হয়। স্বর্ণ গিরি দানে তবু নামতুল্য নয় ॥ ভুবনে বিদিত বঙ্গ ভুবনমোহন। তাহার তনয়া শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হই জন ॥ সদানন্দময় ব্রহ্মানন্দের ভগিনী। অবিশ্রাম আবরাক পুর নিবাসিনী ॥ সেই ভার্য্যাসহ হয় কথোপকথন। প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধি সকল কারণ ॥ অনঙ্গ অঙ্গে আমি উত্তর করিতে। বিষণ্ণ বিবর্ণ হই ভাবিতেং ॥ উদ্বেগ শয্যায় চিন্তা নিদ্রায় কাতর। অন্যায়বোধ সুখং দেখি তার পর ॥ জ্ঞানেমেত্রে নাড়িতে মনের শান্তি হয়। স্বপ্ন সার জ্ঞান তত্ত্ব হইল উদয় ॥ প্রকাশ করিতে গ্রন্থ ভাষায় সকল। দ্বিজ পীতাম্বর ভাবে হইয়া বিকল ॥

বেদাদি আগম তন্ত্র বিবিধ প্রকার। পুরাণ নিগম মন্ত্র অনেক আচার ॥ নীর মধ্যে মীন যেন থাকে পিপাসিত। সেই মত তত্ত্ব পথে হইয়া বঞ্চিত ॥ নাহি তত্ত্ব পরমাত্ম গুরুদত্ত ধনে। অনিত্য উন্মত্ত ভবে ভ্রমি নিশি দিনে ॥ পঞ্চ ভূত আত্মা বন্দী করিলা সৃজন। পঞ্চ তত্ত্ব পঞ্চ মত সাধক সাধন ॥ শাক্ত শৈব বৈষ্ণব

সৌর গাণপত্য । পঞ্চ ভূতে পঞ্চময় করয়ে আপত্য ।। সৃজন
করেন ব্রহ্মা সকলের পিতা । পুত্র হেতু পিতার সতত হয় চিন্তা ।।
কি করিব কি হইবে জীবের উপায় । বিষম সঙ্কটে ধাতা ঠে-
কিলেন দায় ।। স্বমন্ত্রাক্ষে জ্ঞানাঞ্জন করিয়া অর্পণ । ব্রহ্মা জ্ঞান
সনে ধ্যানে বসিল তখন ।। ব্রহ্মা তপে তাপী হয়ে উপনীত হরি ।
ব্রহ্মাসনে বসাইল প্রীতি যত্ন করি ।। ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে বসি
একাসনে । ভজন সাধন তত্ত্ব কহেন গোপনে ।। অতিশয় সংক্ষেপে
ভাবিয়া পরস্পর । সারজ্ঞান তত্ত্ব কহে দ্বিজ পীতাম্বর ।। আপ-
নার পরিচয় কহেন বিধাতা । সৃজন কারণ আমি সকলের পিতা ।
স্বপথেতে যত যত সন্তান আমার । কিরূপেতে জীব সব পাই-
বে নিস্তার ।। কৃপা কর কৃপাময় কৃপার সাগর । কাতর কিঙ্করে
দয়া কর গদাধর ।। তুমি ব্রহ্ম সনাতন দেব নারায়ণ । সাকার
স্বরূপ নিরাকার নিরঞ্জন ।। পুরুষ প্রকৃতি তুমি তুমি রাত্রি দিন ।
ত্রিসন্ধ্যা ত্রিকাল তুমি বালক প্রবীণ ।। তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য যম
পুরন্দর । তুমি জল তুমি স্থল সর্ব্ব চরাচর ।। স্বগুণে সর্ব্ব
জীবের হয় অন্নদাতা । এই রূপে স্তুতি নতি করিলেন ধাতা ।।
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা কহে যদুরায় । সৃজন করহ তুমি যাহার
কৃপায় ।। তাহার কটাক্ষে আমি দেব নারায়ণ । অবহেলে করি
ভব সৃষ্টির পালন ।। বধিলাম মধুকৈটভ হিরণ্যাক্ষ বীরে ।
হিরণ্যকশিপু বধিলাম নখে চিরে ।। রাবণ আদি কুম্ভকর্ণ যত
নিশাচর । অচিরাতে বধিলাম বাঁধিয়া সাগর ।। বধিলাম দন্ত
বক্র আর শিশুপাল । সঙ্গলে গোপাল সঙ্গে চরাই গোপাল ।।
অঘাসুর বকাসুর মারাবি পুতনা । কালীয়ে দমন হেতু রয়েছে

ঘোষণা ॥ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধরিলাম বামকরে। কংসরে করিয়া ধ্বংস মথুরানগরে ॥ কেবা কর্ত্তা কেবা কর্ম্ম কে হয় কারণ। বুঝিতে নাহিক পারিলাম বিবরণ ॥ এত বলি কহিলেন গোলোকের পতি। সবিস্ময় হইয়া ভাবেন প্রজাপতি ॥ প্রজাপতি রমাপতি হইয়া চিন্তিত। পশুপতি নিকটে হইল উপনীত ॥ সংশয় সিন্ধান্তে ভ্রান্তে তদন্ত না পায়। বিশেষ বর্ণিয়া আশুতোষেরে জানায় ॥ দেবের দেবতা তুমি জগতের গুরু। তোমার করুণা তুল্য নহে কল্পতরু ॥ তুমি জলাকাশ তুমি অগ্নি পুরন্দর। সৃজন পালন লয় তুমি মহেশ্বর ॥ মদন অন্তক তুমি তুমি মৃত্যুঞ্জয়। দক্ষান্তক দিগম্বর তুমি দয়াময় ॥ অগতির গতি তুমি নাহি আদ্য অন্ত। কে জানে তোমার তত্ত্ব বেদে নাহি অন্ত ॥ বিভূতি ভূষণ গলে শোভে অস্থি মালা। ফণী আভরণ শিরে শোভে শশিকলা ॥ জটাজুটে বিরাজ করয়ে সুরধনী। নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন তুমি শূলপাণি ॥ পঞ্চাননে পঞ্চানন প্রকাশিলা তন্ত্র। নিস্তারের হেতু কিছু কহ মহামন্ত্র ॥ বিরিঞ্চি হরির বাক্যে সন্তোষ অন্তর। সারজ্ঞান তত্ত্ব কহে দ্বিজ পীতাম্বর ॥

ত্রিপদী ॥ কহিছেন গঙ্গাধর, শুন বিধি গদাধর, সৃজন পালনের কারণ। নাহি ছিল দীপ্তমণ্ডল রবি শশির উদয়, ঘোর অন্ধকার ত্রিভুবন ॥ নাহি জীব জন্তু জাতি, নীরে নদী মগ্ন রহে, নীরে নিরাকার ব্রহ্ম স্থিতি। চিন্তিয়া আপন মনে, জীবাদি সৃষ্টি কারণে, যোগমায়া করিলেন উৎপত্তি ॥ অপরূপ রূপ তার, ছটায়, কটাক্ষে মোহিত ত্রিভুবন। নীল শ্বেত রক্ত

বর্ণ শ্রীঅঙ্গের মূলাধিণ্য, দৃষ্টিমাত্র সৃষ্টির সৃজন।। সে নহে সামান্য মেয়্যা, কায় বাধ্যি দেখে চায়্যা, ক্ষণেকে অনেক রূপ হয়। কোটি অর্ক শশি প্রভা, অঙ্গেতে করয়ে শোভা, মনোলোভা মনে এই লয়।। সাষ্টা অঙ্গে করি ভক্তি, স্তব করে সেই শক্তি, কি কারণে করিলে সৃজন। ত্বরায় করিব কর্ম্ম, আজ্ঞা কর তুমি ব্রহ্ম, তব কার্য্যে নাহি বিলম্বন ।। হইল আদেশ বাণী, তুমি ত্রিগুণ ধারিণী, ত্রিগুণেতে করহ সংসার। শুনিয়া আকাশ বাণী আপনারে ধন্য মানি, অবিলম্বে করে অঙ্গীকার।। জন্মায় সেই শরীরে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, সত্ত্বরজ তমঃ ত্রিগুণ। রজগুণে ব্রহ্মা তুমি, তমগুণে শিব আমি, সত্ত্বগুণে দেবনারায়ণ।। ভাবেতে উন্মত্ত হয়ে, যোগাসনেতে বসিয়ে, স্থানেং থাকি তিনজনে। করিয়া কঠোর ক্লেশ, তপে তনু হৈল শেষ, বিশেষেতে বলীমায়া গুণে হেনকালে সেই শক্তি, মনেতে করিয়া যুক্তি, ব্রহ্মউক্তি করিতে পালন। ত্যজিয়া আপন কায়া, শব হয়ে মহামায়া, ছলিবারে চলিল তখন।। ভাসিয়া কারণ জলে, গমন করে হিল্লোলে, শুন সে আশ্চর্য্য সমাচার। জানিতে সাধন তত্ত্ব, দেহ করিয়া অনিত্য, আগে গেল নিকটে ধাতার।। শব দেখি ঘৃণা করে, চারিদিগে মুখ ফিরে, চতুঃমুখ হৈল প্রজাপতি। তথা হৈতে শব ভাস্যা, বাইল বিষ্ণুর পাশে, হরিং শব্দে করে গতি।। দোঁহার বুঝিয়া মন, শব করিল গমন, যথা শিব বসে যোগাসনে। তাহে মন্দ বায়ু ছোটে, দুর্গন্ধেতে নাড়ি উঠে, মহামায়ার মায়া কেবা জানে।। রঙ্গময়ী করে রঙ্গ, গলিত করিল অঙ্গ, যোগভঙ্গ করি-

বাঁর তরে । নির্ব্বিকারে নিরবধি, আমি বিধিযোগ সাধি, বাঁই কাল অতি যত্ন করে ॥ আসনে আসন করি, বসিলাম তদপরি, কৃপা করি হইলা প্রকাশ । বলে ভর্ত্তা হও তুমি, তোমারে ভজিব আমি, ইহাতে না করিও নৈরাশ ॥ বিধি কিছু ঘৃণা করে, স্পর্শ না করিল মোরে, সেকারণে নিকটে তোমার । সুচারু মনের আশ, পূর্ণ কর অভিলাষ, আমি তাহে করি অঙ্গীকার ॥ তথায় কতেক কায়, ত্যজিলেন মহামায়, মায়াতে মোহিত ত্রিভুবন । সারজ্ঞান তত্ত্ব কথা, সুধাময় সুধা গাথা, দ্বিজ পীতাম্বর

পয়ার ॥ রজগুণে প্রথমত তুমি প্রজাপতি । করিবে সৃজন সৃষ্টি এই অনুমতি ॥ সত্ত্বগুণে সনাতন বিষ্ণু অবতার । পালন কারণ সৃষ্টি সৃষ্টিতে তোমার ॥ জীবাত্মক হেতু কতু আমার উৎপত্তি । তমগুণে শূলপাণি নামে পশুপতি ॥ সত্ত্ব রজ তম তিন গুণে তিন জন । সৃজন পালন আর সংহার কারণ ॥ হইল এমত শক্তি শক্তির কৃপায় । শক্তি বিনা মুক্তিপদ কেবা কোথা পায় ॥ অশেষ বিশেষ স্তুতি নতি নিবেদন । কৃতাঞ্জলি করপুটে করি তিন জন ॥ কৃপা করি কৃপাময়ি সদয় হইল । তিন শক্তি তিন জনে অর্পণ করিল ॥ ব্রাহ্মণ পাইয়া ব্রহ্মা হরিষ অন্তরে । বিষ্ণুপ্রিয়ে প্রাপ্ত হয় দেব গদাধরে ॥ রুদ্রের হইল শক্তি রুদ্রাণী তখন । স্বশক্তি হইয়া শক্তি করি আরাধন ॥ মহামায়ার মায়া পাশে ফাঁদেতে পড়িয়া । অনর্মাতির মতে মত্ত বিস্মৃতি হইয়া ॥ ক্ষিতি জলাকাশ বহ্নি বায়ু পঞ্চজন । এই পঞ্চভূতে হয় জীবের

সৃজন॥ পঞ্চভূতে সর্ব্বজীব ত্রিগুণ বঞ্চিত। সত্ত্ব রজ তমগুণ আনঃ নিশ্চিত॥ রজগুণে ব্রহ্মা সত্ত্ব গুণে নারায়ণ। তমগুণে শিব আমি সংহার কারণ॥ বায়ু পিত্ত কফ তিন গুণে তিন বহে। ত্রিগুণ ধারিণী শক্তি সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ পুরন্দর। নরাদি সৃজিলা বৃক্ষ আর নিশাচর॥ চন্দ্র সূর্য্য যম বায়ু দশদিকপাল। যোগাদি নক্ষত্র গ্রহ করিলে ত্রিকাল॥ দ্বাদশ মাসেতে রাশি দ্বাদশ করিলে। ষড়ঋতু সপ্ত বার তাহে প্রকাশিলে॥ সিতাসিত দুই পক্ষ করিলে সৃজন। বারবেলা কালবেলা সকল নিয়ম॥ মুনি ঋষি আদি বিধি তোমার সৃজিত। যাতে অষ্টাদশ পুরাণ হয়েছে লিখিত॥ দ্রব্য গুণ বিচার করিয়া তরুবর। মানসে করিলে সৃষ্টি অতি মনোহর॥ সাল তাল তমাল পিয়াল আলোকরে। কেতাল গুবাক নারিকেলে শোভা করে॥ খর্জ্জূর কাশ্মির জাম পনস রসাল। কদলি দাড়িম্ব নিম্ব তেতুল বৈতাল॥ তরুবর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীফল তুলসী। হর হরি সদা যার পত্র অভিলাষি॥ কত বৃক্ষ কত পক্ষ না হয় গণন। সিংহ ব্যাঘ্র মহীষাদি যত পশু গণ॥ গজ বাজি বেজি উট বরাহ শৃগাল। ভাল্লুক উল্লুক কপি কুক্কুর বিড়াল॥ তদন্ত বৃত্তান্ত এই বিশেষেতে কই। সৃষ্টি কর্ত্তা আর কেহ নাহি তোমা বই॥ এত যদি কহিলেন দেব বিশ্বম্ভর। সারজ্ঞান তত্ত্ব কহে দ্বিজ পীতাম্বর॥

দীর্ঘ ত্রিপদী॥ কর যোড়ে প্রজাপতি, বিশেষ বিনয় স্তুতি, পশুপতি প্রতি আরম্ভিল। নির্গুণ অখিলনাথ, তুমি গুরু বিশ্ব

নাথ, এ ফলের কিবা ফল বল ।। তুলসী কি করে পুণ্য, বিষ্ণুপদে অবতীর্ণ, শুনিতে বাসনা হয় মনে । হাসিয়া মহেশ কয়, বিশেষ কহিতে হয়, বিশ্ব ব্যাপ্ত রয়েছে পুরাণে ।। করিয়া কঠোর যোগ, ত্যজে সুখ রাজ্যভোগ, অমর হবার আশা করে । যে বর নাহিক পায়, এই বর হলো তায়, নারী সতী থাকিতে না মরে ।। দৈত্য জলোদ্ভব যোদ্ধা, বৃহস্পতি তুল্য বোদ্ধা, শঙ্খ হীন নাম শঙ্খাসুর । আপনার বাহু বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে, জিনিলেক যক্ষ দেবাসুর ।। কাতর অমর গণে, বিবরণ নাহি জানে, করি-লেন বিষ্ণু আরাধনা । হরি হরষিত হয়ে, দেবগণে আশ দিয়ে, যুদ্ধ হেতু হইল মন্ত্রণা ।। অসুরে আশ্বাশ করে, সমরে গমন করে, শমন সমান রূপ হয়ে । করে করে সুদর্শন, হয় ঘোর দরশন, দশনেতে অধর ধরয়ে ।। সে রূপ দেখিয়া শঙ্খ, মনেতে পাইয়া শঙ্কা, আশঙ্কায় স্তুতি আরম্ভিল । পরে করে বাহুছল, কেহ নহে উনবল, ক্রমেং যুদ্ধে প্রবর্ত্তিল ।। উভয়ং পরে, শর বরিষণ করে, জর্জ্জর হইল কলেবর । রুধিরে তিতিল অঙ্গ, কাতর নহে ত্রিভঙ্গ, রক্তাধর হৈল পীতাম্বর ।। অগ্নিবাণ রোখে চেপে, কহিছেন বীর দাপে, মহাপাপে করিব বিনাশ । কর এই দরশন, চল শমন ভবন, রাজ্য সুখ ত্যাজ্য কর আশ ।। সন্ধ্পূত করে বাণ, ত্যজিলেন ভগবান, বাণানলে আলো ত্রিভুবন । কৃতান্ত অনুজ বল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সে অনল নহে নিবরণ ।। শঙ্খাসুর করে দৃষ্টি, বাণেতে করিল বৃষ্টি, বিধাতার সৃষ্টি নাশিবারে । সমরে অমর গণ, হইয়া চিন্তিত মন, স্তুতি করে দেবগদাধরে ।। পবন নামক শর, ত্যজিলেন যোগেশর, পয়ো-

সুর বিনাশ কারণ। এইরূপে হয় রণ, বরিষায় বরিষণ, কিবা

জলস্থলে সুখে নিদ্রা যায় ত্রিপুর আদেশ বাধ তোর, আজি বুঝি
ফুরালো তোর, এ সময়ে কার মুখ চাও। এত মনেতে হইয়া ধৈর্য্য,
আরোপের করে কার্য্য, বাণ শরাসনে করয়ে শয়ন।। বিষ্ণু বাণ
তীক্ষ্ণতর, বিধিবে যম সোসর, তোর সঙ্গে হবে আলিঙ্গন।।
দর্প করে মারে বাণ, কম্পমান ভগবান, মূর্চ্ছান্বিত হইয়া কাতর
রণে ভঙ্গ দিয়া চলে, আত্মজ্ঞান তত্ত্ব বলে, ছলনায় রচিয়া

নানা ছলে মায়া করে, শঙ্খাসুরে বধিবারে, না পারেন
বিনাশ করিতে। অবশেষে করে মায়া, ধরিয়া অসুর কায়া,
চলিলেন বৃন্দের কাছেতে।। অসুর বলিয়া বৃন্দে, অসুর জ্ঞা-
নেতে বন্দে, শ্রীহরির শ্রীরাঙ্গা চরণ। না জানিয়া তত্ত্বভাব,
মনেতে উদ্ভব ভাব, ভক্তিভাবে দিল আলিঙ্গন।। হইল সতীত্ব
নাশ, বৃন্দে মনে পায় ত্রাস, বিনাশ হইল শঙ্খাসুর। কাঁদিয়া
কহেন ধনী, কোথা গেলে গুণমণি, তব ভয়ে ভীত ত্রিপুর।।
ধ্যানেতে সন্ধিত পায়, মনেতে চিন্তা করিয়া, জানিলেন সব
বিবরণ। ক্রোধে কম্পান্বিত কায়, শাপান্ত করিতে চায়, চিন্তিত
হইল নারায়ণ।। বৃন্দেরে করিতে শান্ত, গোবিন্দের হলো ভ্রান্ত
কৃতান্ত যাহার আজ্ঞাকারি। যে পদ বাঞ্ছিত হয়্যা, বিরিঞ্চি
বাঞ্ছা করিয়া, শ্মশানে মশানে ত্রিপুরারি।। বৃন্দে দেবীর করে
ধরে, কহিলেন যোগেশ্বরে, যার বরে পাইয়াছিল বর। মোক্ষ
হবে তব পতি, খেদ কেন কর সতী, দুঃখ না ভাবিহ নিরন্তর।।

সে পদ পাইল বৃন্দে, পুলকিত প্রেমানন্দে, গোবিন্দেরে করে নিবেদন। যদি অনুকূল হলে, চরণে স্মরণ দিলে, শঙ্খাসুরে কর বিমোচন॥ নিকটেতে নিরন্তর, থাকে যেন দামোদর, শঙ্খাসুর সহ তব দাসী। শ্রীহরি কহেন মর্ম, পৃথিবীতে হৈল জন্ম, বৃক্ষ রূপে হইয়া তুলসী॥ শঙ্খাসুর শঙ্খ হবে, আমার সম্মুখে রবে, তবপত্রে আমার পূজন। তব পত্র হীন হলে, হইবে সামান্য শিলে, অমান্যা করিবে জগজন॥ তব মূলে বাস যার, সর্ব্ব তীর্থফলতার, ইহাতে না অন্যথা হইবে। সঙ্গে ত্রিকোটি অমরে, তব মূলে বাস করে, ছায়ারূপে থাকিবে কেশবে॥ কহিলাম এই সত্য, তোমার কল মাহাত্ম্য, যে কহিবে যে শুনিবে কানে। দুরন্ত কৃতান্ত ভয়, শ্রীকান্ত কহে আশয়, গতি হবে বিষ্ণুসন্নিধানে॥ তুলসী মাহাত্ম্য কথা, শ্রবণ করিয়া মাতা, পুলকে পূর্ণিত কলেবর। প্রদক্ষিণ প্রণিপাতে, স্তুতি করে কাশীনাথে, সুখ মোক্ষ তুমি গঙ্গাধর॥ বল শ্রীকণ্ঠের কর্ম্ম, বিকল্পেতে যায় কাল, জীবন সফল কর হর। তোমা বিনা কারে কব, কোথা উপদেশ পাব, তুমি দেব দেবের ঈশ্বর॥ কুমার বচন শুনে, কহিছেন পঞ্চাননে, সংগোপনে শুন বিবরণ। স্বয়ং বিধি সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলি জ্ঞান বিধাতা, তারে সব আছে নিদর্শন॥ কমলা কমল বনে, বসিয়া কমলাসনে, কমলে পূজিতে পশুপতি। অমল কমল ফুলে, সংকল্পিত গঙ্গাজলে, সহস্রে সহস্র করে স্থিতি॥ আমি তাহে ছল করি, এক পদ্ম চুরি করি, সচঞ্চল চঞ্চলা হইল। পদ্মাক্ষ দিয়া শেষে, কৃতাঞ্জলি করে বলে, হায় বিধি কি দায় ঘটিল॥ মনেতে বিচার করি, নয়নপদ্ম ছেদ করি, সংকল্প পূরাণ·

রেস্ব করে। এমত অচলা ভক্তি, কে পারে কাহার শক্তি, আমি তারে তুষিলাম বরে॥ সমার্পিত পয়োধর, রহে আমার গোচর, স্তনপদ্ম পদ্ম পুন পায়। পরেছে আশ্চর্য্য কথা, ধৈর্য্য হয়ে শুন ধাতা, বাহুজ্ঞান নাহি থাকে তায়॥ নির্ম্মালি পদ্মের সনে, স্তন পদ্ম বিসর্জ্জনে, বৃক্ষাঙ্কুর হইল তাহার। তার রক্ষা হেতু আমি, হইলাম শূলপাণি, বৃক্ষাশ্রয়ে আশ্রম আমার॥ ত্রিপত্র পত্রের দল, ক্রমেতে হইল ফল, শ্রীহেতু শ্রীফল তার নাম। সেই পত্রে পূজে শিব, সুখভোগ করে জীব, অন্তকালে পায় মোক্ষধাম॥ ত্রিদলে ত্রিগুণ ধরে, সত্ত্ব রজ আদিকরে, ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর। ত্রিদলের মূলে শক্তি, বাসে অভিলাষ যুক্তি, পত্র ঊর্দ্ধে সকল অমর॥ বাসের বাসনা করে, আসি বসিল অসুরে, অধ শূন্য করে দরশন। একারণ পূজা করে, অধঃপত্র ঊর্দ্ধ করে, দ্বিজ পীতাম্বর বিরচন॥

পয়ার॥ পশুপতি বলে ব্রহ্মা শুন বিবরণ। কীটাদি পতঙ্গ যত তোমার সৃজন॥ জলমধ্যে জলধর সৃজিলে বিধাতা। শক্তির প্রভাবে তুমি সকলের পিতা॥ সেই শক্তি প্রভাবেতে দেব নারায়ণ। অবহেলে ভব সৃষ্টি করেন পালন॥ শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ি দৃশ্য নাহি হয়। যেমত জীবাত্মা দেহে করেন আশ্রয়॥ শক্তির প্রভাবে দৈত্য বিনাশেন হরি। শক্তির প্রভাবে বাম হস্তে গিরিধারি॥ তাহার বিশেষ বিধি শুন সারোদ্ধার। ভভোর হরণে বিষ্ণু কৃষ্ণ অবতার॥ গোকুলে গোপের কুলে লইলেন জন্ম। অজ্ঞানের জ্ঞান হরি কে জানিবে মর্ম্ম॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহার কটাক্ষে। ব্রজপুরে গোপ গোপী দেখে তাঁর চক্ষে॥

বাল্যকালে বাল্য ক্রীড়া করেন শ্রীহরি । পুতনা প্রভৃতি সব বিনা শরে ঐরি ॥ এক দিন চিত্তে চিন্তা করে চিন্তামণি । ইন্দ্র যজ্ঞ হত হেতু চিন্তে চক্রপাণি ॥ ছল করে কৃষ্ণ বলে জননী নিকটে । নিত্য যাই গোচারণে আজ বিঘ্ন ঘটে ॥ গোষ্ঠেতে গমন করি গোপ সুত সঙ্গে । গোবর্দ্ধন পর্ব্বতেতে দেখি প্রাণ রঙ্গে ॥ বলেন গিরিবর আমার অগ্রেতে । পাক করে আমার পূজা ব্রজপুরেতে সুরপতি কিরূপে রাখিবে ব্রজপুরি । সপ্তাহে করির হত গোকুল নগরি ॥ কৃষ্ণানন্দে আনন্দিত নন্দ উপানন্দ । সানন্দে লজ্জিত হবে হয় পরানন্দ ॥ ইন্দ্রপূজা না করিয়া গিরি পূজা করে । গোপাল রূপেতে দেখা দিল সবাকারে ॥ প্রত্যক্ষ দেখিয়া সবে হইল বিস্ময় । গোপ বলে গোপাল গোপাল জয় জয় ॥ ইন্দ্র পূজা ক্রোধ হইল ঘটিল বিরোধ । বাসবে বিশেষ করে কহিল নারদ ॥ জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃতের আহুতি । নারদের মুখে শুনি কোপে সুরপতি ॥ ডাকিল পুষ্কর আদি যত পয়োধরে । ব্রজপুর বিনাশিতে কহে পুরন্দরে ॥ ঐরাবতে চলিল আপনি বজ্রপাণি । পায়বরে পয়দান ভাসায় ধরণী ॥ গোপগণ ভয়ে ভীত আকুল পরাণ । রক্ষা কর দীননাথ কোথা ভগবান ॥ এরূপ অনেক স্তব করিল সকলে । অন্তর্যামি ব্রজনাথ নন্দ প্রতি বলে ॥ কেন পিতা খেদ কর ইন্দ্রে ভয় করি । রক্ষা করিবেন সেই গোবর্দ্ধন গিরি ॥ গিরির আশ্রয়ে চল প্রাণ রক্ষা পাবে । বজ্রপাণি বজ্রাঘাতে বল কি করিবে ॥ শ্রীহরির কথা শুনি গোপ গোপীগণ । গাভী বৎস্য লয়ে সব করিল গমন ॥ গিরিবর বামকরে ধরে কালা চাঁদ । ব্রজবাসী সকলের পুরাইল সাধ ॥ শক্তি ভাগ বাম অঙ্গ

ধ্যানে নিরঞ্জন। সেই হেতু বামে করে ধরে গোবর্দ্ধন॥ আর এক
কথা শ্রোতা করহে শ্রবণ। যে কালেতে হয়েছিল সমুদ্র মন্তন॥
দেবাসুর একত্র হয়ে আছিল সাগরে। চন্দ্র লক্ষ্মী গজ, বাজি উঠিল
বিস্তর॥ সকল দেবতা মেলি সে সব লইল। আমার কারণে শেষ
কিছু না রহিল॥ নারদ বিরোধে হেতু আমোদ করিয়া। অনু-
রোধ ছলে বলে আমারে নিন্দিয়া॥ রত্নাকরে দেবাসুরে করিয়া
মন্থন। বহু করে নানা রত্ন নিল দেবগণ॥ কৃত্তিবাস মহেশ শেষ
কিছু না পাইল। নারদের বাণী শুনি ভবানী জ্বলিল॥ রাগান্ত
উন্মত্ত ভাবে করিয়া গমন। সিন্ধু তীরে উপনীত হলেন তখন॥
পুনরপি মন্থন করিয়া সিন্ধুবরে। নাহি রত্ন সুধা বিষ উঠিল
মন্থরে॥ সকল দেবতা আসি করিল স্তবন। বিষে সৃষ্টি নাশ হয়
দেব ত্রিলোচন॥ দেবতার বাক্যে তুষ্ট হয়ে মনে মন। বিষ
পান করিলাম প্রহাস্য বদনে॥ বিষ পান করে আমার লোকে
ছিল বোধ। স্তম্ভিত সম্বিত হীন হয় কণ্ঠ রোধ॥ সত্বরে করিলাম
শক্তির স্মরণ। প্রাণ সঞ্চারিণী যেন সঞ্চারে জীবন॥ তদবধি
বিষ শেষ কণ্ঠেতে রহিল। সেই হেতু মম নাম নীলকণ্ঠ হইল॥
দেবের দেবতা আমি শক্তির কৃপায়। শক্তি বিনে শিব কেহ না
বলে আমায়॥ তৃতীয় স্বরেতে শক্তি বিদিত সংসার। শিব শব হয়
যদি না থাকে ইকার॥ শক্তি ব্রহ্ম জ্ঞানোদয় মনে না হইয়া।
অহং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্ম তিনেতে জানিয়া॥ অহংকারে অহং ব্রহ্ম
করিয়া বিচার। সৃজন পালন লয় নাহি হয় আর॥ স্বকার্য্যে
বঞ্চিত বিধি হয়ে তিন জনে। চিন্তামণি আদি চিন্তা করি মনে
মনে॥ দ্বিজ পীতাম্বর ভাবে হইয়া কাতর। সারজ্ঞান তত্ত্ব
সুধার সাগর॥

ত্রিপদী ॥ এ কথা শুনিয়া বিধি, ভাবিতেছে নিরবধি, কহ কহ দেব ত্রিলোচন। পারেতে কি পুণ্যফলে, স্বীয়কার্য্য প্রাপ্ত হলে, শ্রবণে বাঞ্ছিত হয় মন ॥ কৃপা কর কৃপাময়, তোমার কটাক্ষে হয়, সৃষ্টি স্থিতি পালন সংহার। কে জানে তোমার অন্ত, বেদে নাহি হয় অন্ত, ভ্রান্ত শান্ত কর এইবার ॥ কহিছেন পশুপতি, শুন ওহে প্রজাপতি, পুন শক্তি প্রাপ্ত বিবরণ। তিনেতে চিন্তিতচিত্তে, ভ্রমিতেছি পথে পথে, হইল আশ্চর্য্য দরশন ॥ এক নবীনা বালিকে, ক্রীড়া করে মন সুখে, দেখে থাকে লাগে চমৎকার। আজানু লম্বিত কর, আস্য যেন শশধর, খঞ্জন গঞ্জয়ে আঁখি তার ॥ তিল ফুল জিনি নাসা, তাহে মৃদু মধুভাষা, দশন শোভন দন্তপাতি। জটিল চিকুর জালে, শোভা করে দিকপালে, ভালে শোভে রত্নময় সিতি ॥ চন্দ্রাদে দ্য শোভা, কপোল জিনিয়া আভা, রবি প্রভা জিনি কলেবর, করি ঐরি জিনি কটি, পয়োধর পরিপাটী, নখর জিনিয়া সুধাকর ॥ লাবণ্য সুবর্ণ জিনি, যেন স্থির সৌদামিনী, কে কাহার বর। কত জ্ঞান হয়। তাহে অতি ঘোরারণ্য, একাকিনী নহে নিশ্চয়, কার কন্যা দেখিয়া বিস্ময় ॥ সে নহে সামান্য শক্তি, মুক্তি ক্রিয়া আদ্যাশক্তি, সে শক্তি বর্ণিতে শক্তি কার। কানন মধ্যে বসিয়ে, মৃত্তিকার ঘট লয়ে, জল কেলি করে বারবার ॥ দেখে সেই জলখেলা, তিনেতে হইয়া ভোলা, বিশ্রাম করিয়া সেই খানে। দৈবের ঘটন ঘটে, ভগ্ন হয় এক ঘটে, বালিকা কাতর রোদনে ॥ বিধি বিষ্ণু আদি মিলে, বিধমতে বুঝাইলে, কেন ক্রন্দনের কারণ। সামান্য ঘটের জন্যে, খেদ না করিহ

কন্যা, স্বর্ণ ঘট দিব এইক্ষণ ॥ চন্দ্রাদ্যে কার্গ্যের ছলে, ছলনা করিয়া বলে, রত্নঘট তুল্য সাট হইবে। সামান্য এ নহে ঘট, কি রূপেতে হবে সংঘট, তুমি ইহা কেমনে করিবে ॥ রঙ্গময়ি করে রঙ্গ, করিলেন এই রঙ্গ, সে রঙ্গ জানিতে শক্তি কার। অপাঙ্গ ভঙ্গিতে হয়, সৃজন পালন লয়, বহু ব্রহ্ম ভ্রম অঙ্গে যার ॥ কৃপা করি কৃপা করে, বিধি বিষ্ণু মহেশ্বরে, চতুর্দ্দশ ভুবন দেখায়। সৃষ্টি দৃষ্টি করে ঘটে, পড়ি বিষম সঙ্কটে, আজি বুঝি ঘটে কোন দায় ॥ দেখিয়া চিন্তিত মনে, স্তুতি করি তিন জনে, কহ মাতা উপায় কি করি। না বুঝিয়া কোন মর্ম্ম, করিয়াছি যে অকর্ম্ম, এ অধর্ম্মে কিরূপেতে তরি ॥ অহঙ্কারে হয়ে মত্ত, অহং ব্রহ্ম এই তত্ত্ব, মনেং ভাবি তিন জনে। ত্রিগুণে ত্রিগুণ গেল, সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, ব্রহ্ম জ্ঞান হইল তখনে ॥ দেখিতে ব্রহ্ম আলয়, মনেতে হয়ে উদয়, বনেতে ভ্রমণ সদা করি। আজ্ঞা হইল চন্দ্রাননে, শীঘ্র যাও তিনজনে, দেখিতে পাইবে ব্রহ্ম পুরি ॥ বিধি বিষ্ণু দুই জনে, জিজ্ঞাসেন পঞ্চাননে, কেমনে গমন ব্রহ্ম পুরে। সারজ্ঞান তত্ত্ব কথা, সুধাময় সুধাগাথা, কহিছেন দ্বিজ পীতাম্বরে ॥

পয়ার ॥ হরি হর বিরিঞ্চি চলিল তিন জনে। নানা অপরূপ মূর্ত্তি হয় নানা স্থানে ॥ স্থাবর জঙ্গম কত কত নদ নদী। পর্ব্বত কন্দর কত নাহিক অবধি ॥ মনোরম্য নানা স্থান অতি মনোহর। নানা বাদ্য নানা গীত করয়ে কিন্নর ॥ এই রূপে নানা স্থানে করে দরশন। মায়াতে মোহিত বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন ॥ মায়ার নির্ম্মিত এক দীর্ঘ সরোবর। দেখিয়া বিস্ময় হয় বিধি বিষ্ণু

হয় ।। সহস্রদল পদ্ম সরোবরে ভাসে । এক জন আছে তথা বৃক্ষ কের বেশে ।। কালান্তক যম তুল্য দীর্ঘ কলেবর । রূপের লাবণ্য যেন রজত শিখর ।। শিরে শোভে জটা ভার ভস্ম অভরণ। ত্রিশূল শ্রীকরে করে ঘোর দরশন ।। অরুণের ভাতি জ্যোতি শোভে ত্রিলোচন । সচিন্তিত হয়ে ডিম্ব করেন বুক্ষণ ।। দেখি যেন চমৎকার সরোবর তটে । বিধি বিষ্ণু সদাশিব চলিলা নিকটে ।। বিনতি স্তুতি বাদে করে নিবেদন । আপনার পরিচয় দেহ তিন জন ।। স্বত্ত্ব রজ তম তিন গুণ তিনে ধরি । সৃজন পালন লয় অবহেলে করি ।। অহঙ্কারে অহংব্রহ্ম ভাবি তিন জন। না হয় সৃজন আর সৃষ্টির পালন ।। অহঙ্কারে নাহি হয় সংসার সংহার ।। সেরূপ রূপ দেখে লাগে চমৎকার ।। কেবা কর্ত্তা

নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিন জনে । দেখিলাম এক কন্যা বসিয়া নির্জ্জনে ।। ছল করি জলকেলি করেন তথায় । দৃষ্টি দৃষ্টি করালেন জলবিম্ব প্রায় ।। মৃত্তিকার ভাণ্ড মধ্যে বৃহ্মাণ্ড বসতি। প্রজাপতি যদুপতি আর পশুপতি ।। দেখিয়া আশ্চর্য্য ধৈর্য্য নাহি মানে মনে । শ্রীমুখে হইল আজ্ঞা বৃহ্ম দরশনে ।। তদবধি ত্রিদেশেতে ভ্রমিয়া তিন জন । ভাগ্যোদয়ে তব সঙ্গে হয় দরশন ।। কৃপা করে কহ প্রভু হিত উপদেশ । কেবা কর্ত্তা কেবা কর্ম্ম কহ সবিশেষ ।। বি হইল সংশয় । কিবা কর্ম্ম হেতু হেথা আছ মহাশয় ।। এই মতে বিধিমতে তিনেতে কহিল । হাস্য বদনে তবে কহিতে লাগিল ।। আপনার পরিচয় না জানি আপনি । কেমতে উত্তর দিব সে সব কাহিনী ।। অগণন

ডিম্ব দেখ ভাসে সরোবরে। একই ব্রহ্মাণ্ড এক ডিম্বের ভিতরে ॥ ডিম্বের উপরে ডিম্ব হইলে পতন। ব্রহ্মাণ্ড হইবে হত শুনহ কারণ ॥ ত্রিশূলের অগ্র ভাগে ডিম্ব রক্ষা করি। কেবা কর্ত্তা কেবা কর্ম্ম জানিতে না পারি ॥ ব্রহ্মময় পুরি আছে শুনেছি শ্রবণে। কেমত বরণ তার না দেখি নয়নে ॥ শুনিয়া চিন্তিত হয় বিধি বিষ্ণু হর। সারজ্ঞান তন্ত্র কহে দ্বিজ পীতাম্বর ॥

ত্রিপদী ॥ ব্রহ্মা ব্রহ্ম তন্ত্র শুনে, পুলকিত হয়ে মনে, সদাশিবে কহে পুনর্ব্বার। কহ দেব ত্রিলোচন, পরেতে হলো কেমন, ব্রহ্ম পুর কেমত আকার ॥ শিব কহে শুন ধাতা, পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা, তিন জনে হইয়া বিস্ময়। কাতর অন্তরে চলি, যেন পদ্ম হীন অলি, শোকাজ্বলি ব্যাকুলি হৃদয় ॥ সদা চিন্তানলে দগ্ধ, মায়াতে হইয়া মুগ্ধ, ভ্রমেতে ভ্রমণ করি কত। এমতি মনের ভ্রান্ত, না হয় পথের শ্রান্ত, ভাবান্ত ভাবেতে জ্ঞান হত ॥ এই রূপে চলি পথে, দেখিলাম দূরে হতে, অতি উচ্চ পুরির আকার। ক্রমেতে গমন করি, নিকট হইল পুরি, মনেতে লাগয়ে চমৎকার ॥ না শুনি না দেখি আর, তুলনা কি দিব তার, দীর্ঘাকার চৌরাশি যোজন। তরুণ অরুণ আভা, মণি মাণিকের প্রভা, মনো লোভা অতি সুশোভন ॥ কত নদ নদী বহে, কত সরোবর রহে, কুমুদ পদ্মের শোভা পায়। পবন গমন মন্দ, কমল কমল গন্ধ, মধু লোভে মধুকর ধায় ॥ কত বন উপবন, পুরি মধ্যে সুশোভন, দেখিলে প্রফুল্ল হয় মন। তাহে প্রস্ফুটিত ফুল, কামিনী বক বকুল, নাগেশ্বর বাকস কাঞ্চন ॥ মল্লিকা মালতী জাতি, টগর গোলাব সেউতি, কুন্দ সেফালিকা জুই জবা। অশোক

কিংশুক বাটি, করবি চাঁপা দোপাটী, চন্দ্রমালা যেন চন্দ্র আভা। বৃক্ষান্তর নয় দ্বার, বর্ণন না হয় তার, শুন সে আশ্চর্য্য বিবরণ। চতুর্মুখ প্রজাপতি, পঞ্চমুখ পশুপতি, বিষ্ণু সহ পুরির রক্ষণ॥ প্রথমত সেই দ্বারে, জিজ্ঞাসিলা রক্ষকেরে, কে তোমরা কি হেতু এখানে। কহিলেন সেই দ্বারি, এই পুরী রক্ষা করি, বিধি বিষ্ণু দেব ত্রিলোচনে॥ না জানি বিশেষ তত্ত্ব, পুরির গুণ মাহাত্ম্য, কি নিমিত্ত দ্বার রক্ষা করি। এই দেখ কতো বিধি, ধ্যান করে নিরবধি, বিষ্ণু সহ আর ত্রিপুরারি॥ তোমরা কি প্রয়োজনে, আসিয়াছ এইখানে, সত্য করি দেহ পরিচয়। আপনার বিবরণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কন, শুন শুন শুন মহাশয়॥ সত্ত্ব রজ তম গুণে, কার্য্য করি তিন জনে, নাম বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন। সৃষ্টি স্থিতি সংহরণে, অঙ্গীকার ভারার্পণে, নিযুক্ত ছিলাম তিন জন॥ শক্তির প্রভাবে শক্তি, আছিল পরম শক্তি, অহঙ্কারে হই শক্তি হারা। সৃজন পালন লয়, সকলি অসাধ্য হয়, শক্তি বিনা প্রাণে হই সারা॥ শুনিয়া কহিল হেস্যা, তুই ব্রহ্মা কোন দেশে, কোন দেশে তোরা হর হরি। না শুনি না দেখি হেন, পাগলের প্রায় যেন, এ কথা বিশ্বাস নাহি করি॥ তথায় করিয়া স্তুতি, প্রাপ্ত পায়্যা অব্যাহতি, অন্য দ্বারে করিয়া গমন। সারজ্ঞান তত্ত্ব কথা, সুধা ময় সধাগাথা, দ্বিজ পীতাম্বর বিরচন॥

পয়ার॥ অষ্ট মুখ বিধি অষ্ট ভুজ নারায়ণ। দশ মুখো শিব তথা পুরির রক্ষণ॥ অনেক মিনতি নতি করিয়া তাহারে। উপনীত হইলাম তৃতীয় দুয়ারে॥ ষষ্ঠ দশানন ব্রহ্মা আছেন তথায়।

বিংশতি বদনে শিব বর্ণ গুণ গায় ।। ব্রহ্মা বলে পরে কি হইল ত্রিলোচন । কি রূপে তাহার সঙ্গে কথোপ কথন ।। হাসিয়া কহেন শিব শুন প্রজাপতি । প্রথমেতে করিলাম নানা বিধ স্তুতি ।। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল সমাদরে । কি নাম কি হেতু আসা কহ সত্য করে ।। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত যত করি নিবেদন । বিধি বিষ্ণু সদা শিব আমি তিন জন ।। সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ তিনে ধরি । সৃজন পালন লয় অবহেলে করি ।। ইহা শুনি সেই বিধি বিষ্ণু হাস্য করে । কৃপা করি মহাদেব কহিল আমারে ।। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা চতুর্ভুজ নারায়ণ । পঞ্চ মুখ সদাশিবে কে করে গণন ।। বাহিরে রয়েছে এমত্ত কত বিধি হরি । কে জানে কাহারে তাহে এই ব্রহ্ম পুরি ।। একথা শুনিয়া লজ্জা তিন জনে পাই । এই রূপে নবম দ্বারেতে ক্রমে যাই ।। নবম দ্বারের রক্ষা হেতু দ্বারপাল । কালান্তক কাল যেন আছে মহাকাল ।। মস্তকের জটা তার ঠেকেছে আকাশে । অন্যের কি সাধ্য কয় বায়ু না প্রবেশে ।। জিজ্ঞাসিলাম কেবা তুমি রক্ষক কাহার । বিশেষ জানিতে বাঞ্ছা হয়েছে আমার ।। হাস্য আস্যে তখন কহেন মহাকাল । কারণ নাহিক জানি আছি চিরকাল ।। ব্রহ্মময় পুরি এই ব্রহ্মের বসতি । নাহি জানি ব্রহ্ম কিবা পুরুষ প্রকৃতি ।। এ কথা শুনিয়া মনে হইল বিস্ময় । কেমতে যাইতে পারি কহ মহাশয় ।। বিবিমতে স্তুতিনতি করিহে তাহার । তথাচ নাহিক মুক্ত পাইলাম দ্বার ।। অহঙ্কারে অহং ব্রহ্ম ভাবি তিন জন । তাহার নিকটে চাহি করিবারে রণ ।। হাসিয়া সে মহাকাল রহে অধোমুখে । আপন আপন অস্ত্র মারিলাম তাকে ।। অস্ত্রানলে মহাকাল অছিহেন জ্বলে ।

প্রথমেতে প্রজাপতি তোমারে গ্রাসিল ৷৷ পরেতে বিষ্ণুর করে
করে আকর্ষণ। বদনে অর্পণ করে গ্রাসিল তখন ৷৷ অকালেতে
মহাকাল প্রলয় করিল। আমারে গ্রাসিতে অসুর প্রমাদ ঘটিল ৷৷
বদনে অর্পণ আমায় করিল যখন। অধ ঊর্দ্ধ নাহি হয় শুন বিব-
রণ ৷৷ অজপা রহিত হয়ে জপে মনে মনে। স্তুতিমধ্যে নায়িকে
পাইল দরশনে ৷৷ স্তুতি করে নায়িকেরে বিবরণ কয়। বিপদে
পড়েছি মাগো রাখ এসময় ৷৷ আজ্ঞা বিনা কোন কর্ম্ম কভু
নাহি করি। আজ্ঞাবহ হয়ে এই পুরি রক্ষা করি ৷৷ কি দোষে
দাসেরে মাগো হইলে নিদয়। তোমার করুণা বিনা জীবন
সংশয় ৷৷ নায়িকে অভয় দিয়া গমন করিলা। ব্রহ্ম সন্নি-
ধানে গিয়া উপনীত হৈলা ৷৷ বিদিত করাণ মহাকালের দুর্গতি।
শরণ লয়েছে তোমার কর অব্যাহতি ৷৷ তুমি ব্রহ্ম নিরাকার
নিত্য নিরঞ্জন। কে পারে তোমারে ব্রহ্ম করিতে স্তবন ৷৷ তুমি
জলাকাশ বহ্নি ক্ষিতি চরাচর। সত্ত্ব রজ তম তুমি জগত
ঈশ্বর ৷৷ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় কটাক্ষে তোমার। তোমারে বর্ণিতে
পারে সাধ্য আছে কার ৷৷ এইরূপে বিধিমতে করিল স্তবন।
হেনকালে দৈববাণী হইল তখন ৷৷ অবধ্য সে বিধি বিষ্ণু দেব
ত্রিলোচন। কারণ নাহিক জেনে করিল ভক্ষণ ৷৷ তম গুণে সত্ত্ব
রজ তম গুণ যায়। স্বকার্য্য সাধনে তিনে ভ্রমিয়া বেড়ায় ৷৷
উগারিয়া তিন জনে দেহ শীঘ্রগতি। বিদায় করিবে তিনে করি
য়া পীরিতি ৷৷ যেকারণে এখানে হইলা উপনীত। সকল হইল
সব কহিবা নিশ্চিত ৷৷ স্বীয় স্থানে স্বীয় কার্য্যে করিবে গমন।
সৃজন পালন আর সংহার কারণ ৷৷ দৈববাণী শ্রবণে নায়িকে

আনন্দিত। মহাকাল নিকটে হইল উপনীত॥ বিশেষ বিস্তার
বার্ত্তা কহিয়া তাহারে। বাহিরে চলিল পুনঃ পুরির ভিতরে॥
মুখ হৈতে মহাকাল উগারে তখন। প্রজাপতি যদুপতি দেব
ত্রিলোচন॥ স্তুতি ছলে দেব কথা কহে বিবরিয়া। ক্ষমহ সকল
দোষ সন্তোষ হইয়া॥ অজ্ঞানে করেছি কর্ম্ম ধর্ম্ম পরিহরি।
নাহি জানি বিধি বিষ্ণু তুমি ত্রিপুরারি॥ সকার্য্য হইল সিদ্ধি
যাহ নিজ স্থানে। সৃজন পালন আর সংহার কারণে॥ বিধি
বিষ্ণু শিব চলে হরিষ অন্তরে। সারজ্ঞান তত্ত্ব কহে দ্বিজ
পীতাম্বরে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী॥ ব্রহ্মা কহে যোড় করে, শুন দেব গঙ্গাধরে,
কৃপা করে বিদিত করিলে। কিন্তু মনে পাই ব্যথা, জিজ্ঞাসিতে
তত্ত্ব কথা, কে কহিবে তুমি না কহিলে॥ প্রকাশিলা নানা তন্ত্র, পঞ্চ
সত্ত মহামন্ত্র, শাক্ত শৈব বৈষ্ণব আচার। সৌর গাণপত্য আদি,
সাধন না করে যদি, নরকে নিবাস হয় তার॥ ইহাতে হইল
ভ্রান্ত, ব্রহ্ম আদি ব্রহ্ম অন্ত, তবে কেন অন্য উপাসনা। সংশয়
হয়েছে মনে, আজ্ঞা কর পঞ্চাননে, শ্রবণেতে হয়েছে বাসনা॥
মনাকাশ তমোময়, তব বাক্য চন্দ্রোদয়, বিনে বিনাশিতে নাহি
পারি। আমি দীন ক্ষীণ অতি, না জানি ভকতি স্তুতি, দীনে
দয়া কর কৃপা করি॥ ব্রহ্মার বচন শুনে, কহিছেন পঞ্চাননে,
বিবরণ শুন প্রজাপতি। অরুণ কিরণে যেন, নীরে প্রতিবিম্ব
হেন, সেই মত ব্রহ্ম সূক্ষ্ম গতি॥ অবর্ণন অতিন্দ্রিয়, জ্যোতির্ম্ময়
জিতেন্দ্রিয়, বিনাননে প্রিয়বাক্য তার। অপদ সর্ব্বত্রে যায়,
নাসা বিনা গন্ধ পায়, শ্রুতি বিনা শ্রুতি অনিবার॥ বিনা করে

করে সৃষ্টি, চক্ষু বিনা সর্ব্বদৃষ্টি, সৃষ্টি লয় সম নাহি হয়। অচিন্ত্য
অব্যক্ত রূপ, রস হীন রসরূপ, স্বরূপে স্বরূপ রূপ হয়॥ নিরঞ্
জন নিরাকার, বর্ণিতে শকতি কার, আবির্ভাব সর্ব্ব চরাচরে॥
ক্ষিতি বহ্নি জলাকাশ, বায়ু সহ করে ব্যক্ত, এই পঞ্চ ভূতে দেহ
ধরে॥ পঞ্চ ভূতে কলেবর, কর বিধি নিরন্তর, পঞ্চ বিনা না হয়
সৃজন। তেমতি সাধন পথ, কহিলাম পঞ্চমত, শাক্ত শৈব ক্রমে
তে গণন॥ নিরাকার চিন্তা করে, নিস্তারিতে নাহি পারে, তেকা
রণে দেহ প্রকাশিলে। শক্তি বিষ্ণু ত্রিলোচন, দিবাকর গজানন
নিস্তারিবে সাধকে সাধিলে॥ এই হেতু পঞ্চমত, সাধন বিস্তার
পথ, তন্ত্রে সব করেছি প্রকাশ। গুরুদত্ত তত্ত্ব ধনে, ব্রহ্মজ্ঞান
করে মনে, গুরু ব্রহ্ম করিবে বিশ্বাস॥ এরূপে চতুরাননে, কহি
ছেন পঞ্চাননে, বিধি শুনি আনন্দ হৃদয়। জ্ঞান সিন্ধু উথলিল,
চিন্তানল হত হলো, বিশ্বময় গুরু বিশ্বময়॥ পঞ্চ মতে মোক্ষ
ধাম, পূর্ণ হয় মনস্কাম, ব্রহ্ম ধামে হইবে গমন। কিন্তু ভ্রান্ত
যত জন, শান্ত কর পঞ্চাননে, তোমা বিনা করে কোন জন॥
কত রূপ আছে শক্তি, কত মত বিষ্ণু ভক্তি, তব উক্তি যুক্তি
জানা ভার। কিসে নিস্তারিবে জীব, বিশেষ কহ শিব, ভব
পারে ভরসা তোমার॥ শিব কহে শুন ধাতা, পঞ্চম ভক্তের
কথা, অন্যথা না চিন্ত কদাচন। জীবের নিস্তার হেতু, সাধন
সমুদ্র সেতু, নানা মন্ত্র তন্ত্রের লিখন॥ বেদান্তে ব্রহ্মার উক্তি,
মুক্তি তার নিজ শক্তি, শক্তি হৈতে নানা শক্তি হয়। প্রসূতী
প্রসবে সতী, তাহা হৈতে দশ মূর্ত্তি, কালী তারা আদি বিদ্যা
হয়॥ অসুর নাশিতে শক্তি, প্রকাশিতে নানা শক্তি, শিব উক্তি

মুক্তি প্রদায়িনী ।। বিষ্ণু ব্রহ্ম মহেশান, বেদান্তে আছে ব্যাখ্যান ।
সেইত জানে যিনি ব্রহ্ম জ্ঞানী ।। যাঁহার চরণ হৈতে, গঙ্গাতীর্থ
পৃথিবীতে, যে নামে ত্রিকালি ত্রিপুরারি । যাহার মায়ায় নর,
তুমি বিধি ছিলা মগ্ন, গোকুলেতে হয়ে আজ্ঞাকারী ।। জীবের
নিস্তার ছলে, নানাবিধ অসুর দলে, নানা রূপ ধরে নারায়ণ ।
শ্রেষ্ঠ দশ অবতার, বেদাদি যাতে উদ্ধার, রাম রূপে রাবণ
বোধন ।। দ্বাপরেতে কৃষ্ণ রূপে, বিনাশিয়া কংস ভূপে, বৌদ্ধ
রূপ কলিতে প্রচার । জীব নিস্তার কারণে, চিন্তামণি চিন্তা মনে,
মনে মনে চিন্তা অনিবার ।। নদীয়াতে শ্যাম অঙ্গ, হইলেন
শ্রীগৌরাঙ্গ, সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গেতে, করিয়ে নিস্তারিতে পাপি
গণ, করিতে হরি কীর্ত্তন, অবনীতে অবতীর্ণ হয় ।। অন্ধ পূর্ণ
হয়ে ক্ষিতি, জীব হয় অধোগতি, নানা মূর্ত্তি প্রকাশে কারণ ।
আচার বিবিধ মত, সে সব কহিব কত, শ্রেষ্ঠাচার করহে শ্রবণ ।।
বেদ বৈষ্ণব আচার, তদপরে শৈবাচার, দক্ষিণ আচার বামা
চার । শ্রেষ্ঠাচার করি গণ্য, সিদ্ধান্তক বাক্য মান্য, সর্ব্বোত্তম হয়
কৌলাচার ।। সাধকের সাধ্য মতে, প্রবৃত্ত হইবে তাতে, নানা
মতে ব্রহ্ম এক জন । সার জ্ঞান তত্ত্ব কথা, সুধাময় সুধা গাথা,
দ্বিজ পীতাম্বর বিরচন ।।

ওঙ্কার ।। মন্ত্রযন্ত্র তত্ত্ব মাত্র তত্ত্ব নিদর্শন । নাদ বীজ কর্ত্তা
আদি সকল কারণ ।। ইন্দুর উপরে বিন্দু হইলে পতন । দশ বলি
গণনা করয়ে সর্ব্বজন ।। তদপরে বিন্দু পাতে অঙ্ক সংখ্যা হয় ।
ক্রমেতে অধিকাধিক করয়ে নির্ণয় ।। সেই রূপ ব্রহ্ম রূপ নিত্য

বুঝি নিল শশধর ॥ রাম রম্ভা জঙ্ঘা জিনি উরুদ্বয়ে শোভা।
কটিতে কিঙ্কিণী যেন কোটি অর্ক আভা ॥ সুধা সরোবর সম
নাভি সরোবর। ত্রিবলি শোভয়ে তাহে অতি মনোহর ॥ সুকেশা
সুবেশা নাসা ক্ষীণ মধ্যদেশ। তাহে মন্দ মৃদুভাষা লাবণ্য
শেষ ॥ একেত কনিষ্ঠা কন্যা জননীর প্রাণ। বিশেষেতে সতী
জগতের মনোপ্রাণ ॥ উনশত কন্যা দক্ষ সম্প্রদান করে। সতী
র বিবাহ হেতু চিন্তয় অন্তরে ॥ হেন কালে দেবঋষি করিয়া
গমন। দক্ষের আলয় আসি দিলা দরশন ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া
পূজা আরম্ভ করিল। সতীর বিবাহ বার্ত্তা সকলি কহিল ॥ এক
শত কন্যা মধ্যে সতী বুদ্ধিমতি। কাহাতে করিব কারে অনু
অনুমতি ॥ ধ্যানেতে জানিল মুনি জগত জননী। কন্যা হয়ে
প্রসূতীরে বলেন জননী ॥ ভব বিনা ভবানীর মহিমা কে জানে।
শিব বামে শোভে বসিবেন কত দিনে ॥ সে রূপ দেখিতে পূর্ণ
হয় মনো আশ। দেখিতে শকতি কার বিনা তাঁর দাস ॥ এতেক
চিন্তিয়া ঋষি কৈল অঙ্গীকার। বিবাহ দিবার ভার রহিল আমার
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সর্ব্বত্রেতে যাই। সতীর পতির যোগ্য কোন
দেখি নাই ॥ কিন্তু এক পাত্র আছে যদি মনে লয়। অলেশীল
রূপে গুণে উপযুক্ত হয় ॥ শিব গোত্র ব্রহ্ম গাই শঙ্কর প্রবর।
অনাদি পুরুষ তিনি বিশ্বের ঈশ্বর ॥ যদ্যপি তাঁহারে তুমি দেহ
কন্যা দান। দেবের সমাজে তোমার বাড়িবে সম্মান ॥ নারদ
বচনে হরষিত প্রজাপতি। অবশ্য করিব দান কন্যা মোর সতী
আশ্বাসে বিশ্বাস করে করিল গমন। শিব সন্নিধানে উপনীত
তপোধন ॥ বীণা বিনে হর হর অন্য নাহি কয়। মুখেতে বলয়ে

কিন্নর । রাক্ষস পিশাচ আর অপ্সরী অপ্সর ॥ দেবঋষি কত
ঋষি যতেক আছিল । একেবারে নিমন্ত্রিয়া সকলে আনিল ॥
রত্নময় বেদী সব কৃত্রিম নির্মাণ । বিশ্বকর্ম্মা আপনি তথায় অধি
ষ্ঠান ॥ যজ্ঞ কুণ্ড দেখিলে ত্রৈলোক ত্রাসে কাঁপে । যতাহুতি কত
পারে দিব কোনরূপে ॥ করি শুণ্ডাকৃতি ধারে ঘৃতের আহুতি ।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ হবে এই রীতি ॥ সেই যজ্ঞে সকল দেবতা পেয়ে
যায় । অগ্নির দাহন শক্তি না রহে তথায় ॥ সেই যজ্ঞে উপনীত
দক্ষ প্রজাপতি । দেবগণ সকলেতে করিল প্রণতি ॥ সদাশিব
সম্ভাষণা না করিল তায় । নারদ বিরোধ কর্ত্তা আছিল তথায় ॥
অপাঙ্গ ভঙ্গেতে ঋষি কহিল দক্ষেরে । এমত জামাতা কার
আছয়ে সংসারে ॥ শ্মশানে মশানে ফেরে নাহি আত্মজ্ঞান ।
ভূত প্রেত সঙ্গে থাকে করে বিষপান ॥ হাড় মালা শোভে গলে
যজ্ঞ সূত্র ফণী । মস্তকেতে জটাভার তাহে সুরধুনী ॥ শ্বশুরে
সম্ভাষ করে জামাতা হইলে । শিব নিন্দা করে নারদ স্তুতি ছলে
ছলে ॥ ক্রোধানলে দক্ষের চক্ষের গতি আন । নারদ আহুতি
বাক্য ঘৃত করে দান ॥ মধ্যে২ হাস্য করে যেন সমীরণ । অনল
প্রবল হয় পাইয়া পবন ॥ করিল শিবের নিন্দা দক্ষ প্রজাপতি ।
না জানে বিশেষ তত্ত্ব কি হইবে গতি ॥ ক্রোধান্ত হইয়া দক্ষ
করিল প্রস্থান । আপন নিবাসে গিয়া ভাবে মনে মন ॥ নারদ
বিরোধ তত্ত্ব করিয়া মন্ত্রণা । দক্ষের নিকটে যায় করিয়া ছলনা ॥
কি কর হে মহারাজ চিন্তি তব হিত । এক যজ্ঞ কর তুমি হয়ে
ত্বরান্বিত ॥ নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি । করিলেন যজ্ঞ
যজ্ঞ নামে বৃহস্পতি ॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেকে নিমন্ত্রণ করে । সব

করিবে প্রজাপতি দেব গঙ্গাধর কোপে।। সবার উপরে কৈলা নিমন্ত্রণ
ভার। মধুকণ্ঠ বদনে মুনি করে অঙ্গীকার।। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতা-
লেতে করি নিমন্ত্রণ। বিধির নিকটে উপনীত তপোধন।। কর
যোড়ে ব্রহ্মারে করিছে নিবেদন। দক্ষের যজ্ঞেতে পিতা করিবে
গমন।। ব্রহ্মা কহে আর কার নিমন্ত্রণ আছে। মুনি বলে শিব
বিনা সবারি হইয়াছে।। বিধি কহে যে যজ্ঞেতে সদাশিব নাই।
সে যজ্ঞেতে আমি কভু যাইতে না চাই।। বিধাতার কথা শুনি
নারদ চলিল। বৈকুণ্ঠ নগরে গিয়া উপনীত হইল।। বীণা কক্ষে
করি মুনি হরি গুণ গায়। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলেন সদায়।।
দক্ষের সম্বাদ জানাইল গদাধরে। নিমন্ত্রণ করিয়াছে যজ্ঞ দেখি
বারে।। সর্ব্বভূতে অন্তর্যামি প্রভু নারায়ণ। মায়াদেব বলেন কিছু
মধুর বচন।। আর কারে নিমন্ত্রণ করেছ কহিবা। বিশেষ বি-
স্তার করি আমারে কহিবা।। যে আজ্ঞা বলিয়া মুনি কহে নারা-
য়ণে। শিব বিনা নিমন্ত্রণ করি সর্ব্বজনে।। তম গুণাশ্রয় করি-
লেন যত গুণ। নাহি রক্ষা কোন পক্ষে দক্ষের জীবন।। কৃত্তি
বাস বিনা পীতবাস কোথা বাস। কেমতে যাইব যজ্ঞে করিব
আশ্বাস।। তথা হৈতে মুনিবর করিয়া গমন। উত্তরিল কৈলা-
সেতে যথা ত্রিলোচন।। নাহি শব্দ হয়ে স্তব্ধ অধোমুখে রয়।
শিব কহে নারদ বৃত্তান্ত কিবা হয়।। নারদ কহিছে শুন কি
কহিব আর। দক্ষ যজ্ঞ করিয়াছে অতি চমৎকার।। তোমা বিনা
ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ করে। করে ধরি বলিলাম ঘিনিতে আমারে।।
শিব কহে না কহিল তাহে ক্ষতি নাই। সাবধানে যাহ যেন সতী
শুনে নাই।। নারদ কহিছে প্রভু আছি সাবধানে। সতী না শুনিবে

তাহে হরের যত আভরণ শোভা ॥ অহঙ্কারে যক্ষিণীরে যক্ষ
রাজ কয় । আভরণ এমন শোভন কারে হয় ॥ যক্ষিণী বলেন
ধিক ধিক যক্ষরাজ । একথা কহিতে তোমার নাহি হয় লাজ ॥
কিবা সাজায়েছ মায়ে দিয়া আভরণ । কুসুমে সাজাই তুমি
কর দরশন ॥ ইহা বলি জবা ফুল যক্ষিণী আনিল । হৃষ্টচিত্তে
শ্রীচরণে প্রদান করিল ॥ দৃষ্টি করে তুষ্ট হইলেন যক্ষপতি । মূ-
র্চ্ছিত হইয়া পড়ে লোটাইয়া ক্ষিতি ॥ দেখিয়া আশ্চর্য্য শোভা
পুলকিত কায় । নন্দী সমিভ্যারে সতী দক্ষালয়ে যায় ॥ এখানে
প্রসূতী অস্থির হইয়া কাতর । সতী২ বলিয়া কাঁন্দয়ে নিরন্তর ॥
ঊনশত কন্যা আসিয়াছেন ভবনে । সতী বিনা প্রসূতীর স্থির
নহে মনে ॥ প্রসূতীরে প্রবোধিয়া কন্যাগণ কয় । উৎসাহে রো-
দন করা অনুচিত হয় ॥ ঊনশত কন্যা আছি নিকটে তোমার ।
সতী বিনা কেন মাতা কর হাহাকার ॥ এক কন্যা বলে মাগো
বুঝি অনুমানে । কেমতে আসিবে সতী বিনা আভরণে ॥ কেহ
বলে সদাশিব ভিক্ষা করে খায় । ভিক্ষুকের নারী বলে নাহি সে
কোথায় ॥ কেহ বলে পুরাতন বস্ত্র আভরণ । কিছু২ সকলে করিব
বিতরণ ॥ তবেত সতীর ক্লেশ হইবেক শেষ । ধনমদে মত্ত
কেহ না জানে বিশেষ ॥ কেহ বলে সতীর কপালে লজ্জা নাই ।
কেহ বলে যা বলেছ আমি দিব তাই ॥ এই রূপে কন্যাগণ
কহে পরস্পরে । সতী বলে প্রসূতী কাঁন্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥ মণি
হারা ফণী যেন বারি বিনা মীন । শশি বিনা নিশি যেন ভানু
বিনা দিন ॥ বৎস হীন গাভী যেন হয়া রব করে । সতী বিনা

প্রসূতীর জন্মর বিদরে ।। সারজ্ঞান তত্ত্ব এই সুধার সাগর। ভাষায় প্রকাশ করে দ্বিজ পীতাম্বর ।।

ত্রিপদী ।। এক জন দ্বিজ কন্যা, নগরেতে পূজ্যা মান্যা, ধন্যা ধন্যা সকলেতে বলে। দৈব যোগে যোগাযোগ, হৈল তারে শুভযোগ, যোগে যাগে সকালের চলে ।। দক্ষ পত্নী যথা ছিল, তথা গিয়া উত্তরিল, দ্বিজের বনিতা সাধ্যা সতী। দেখিয়া প্রসূতী তারে, ভক্তিবাদে নতি করে, বল কিসে আসিবে গো সতী ।। সতী আসিবার আশা, অনেকে করিয়া আশা, আসার আশার ছিল প্রাণ। সে আশা নিরাশা হলো, আশা সিন্ধু শুকাইল, দুরাশা আশায়ে দহে প্রাণ ।। যদি তার হয় আশা, পূর্ণ তবে হয় আশা, সে আশার উপায় কি করি। আশা দিয়া কয় পরে, ব্রাহ্মণ বনিতা তারে, চণ্ডী পাঠে আসিবে কুমারী ।। না জেন্যা সতীর তত্ত্ব, মহামদে হয়্যা মত্ত, উনমত্ত বিষয় বিষ পানে। পরমাত্মা তত্ত্বধন, যোগে সাধে যোগীগণ, ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচনে। তুমি কি সতী জননী, সতী ত্রিলোক জননী, আমি জানি বিশেষ কারণ। করিয়া সাবীত্র ব্রত, অর্থ বিনা যে বিব্রত, পতি মোর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ।। কুম্ভ সাঙ্গ দিনে পতি, ভিক্ষাতে করিল গতি, দুঃখেতে রোদন কত করি। কোথা মাগো অন্নপূর্ণা, কোথা মাগো অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা তুমি সুরেশ্বরী ।। এমত সঙ্কট কালে, সতী সম্মুখেতে বলে, চিন্তা না করিও ঠাকুরাণী। দ্বিজে কর নিমন্ত্রণ, যত দূর যায় মন, ভক্ষ দ্রব্য আমি দিব আনি ।। সতী বাক্য সত্যজ্ঞানে, নিমন্ত্রণ প্রাণপণে, করিলাম সহস্র ব্রাহ্মণ। ঘরেং ভিক্ষা করে, পতি আইলেন ঘরে, পরিচয়

দিলাম তখন ॥ চাহিয়া আমার পানে, বক্ষে করাঘাত হানে, চক্ষে ধারা বহে অনিবার ॥ রক্ষা কিসে হবে প্রাণে, দুঃখে কে করিবে ত্রাণ, বুঝি কোপে হব ছারখার ॥ করিয়া নানা বিলাপ, দ্বিজ করে মনস্তাপ, হইল যে মধ্যাহ্ন সময়। রবির কিরণে শ্রান্ত, পথিকের হয় ভ্রান্ত, বিপ্র সব উপনীত হয় ॥ দ্বিজ বলে কি হইবে, কিসে জল রক্ষা পাবে, অন্নপূর্ণা রাখ এই বারে। সার জ্ঞান তত্ত্ব কথা, সুধাময় সুধা গাথা, কহিছেন দ্বিজ পীতাম্বরে ॥

পয়ার ॥ সতী কহে কেন দ্বিজ চিন্তা কর মনে। অঙ্গীকার করিয়াছি ব্রাহ্মণ ভোজনে ॥ অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিলে তুমি যাঁরে। সেই রূপে অবতীর্ণ হব তব ঘরে ॥ একথা বলিয়া সতী গৃহ মধ্যে যায়। নানা উপহারে অন্ন ব্যঞ্জনে ভুঞ্জায় ॥ শাক সূপ আদি ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি। পায়স পিষ্টক কত নাহিক অবধি ॥ এমত ব্যঞ্জন অন্ন ভুঞ্জে বিপ্রগণে। বিরিঞ্চি বাসব বাঞ্ছা করে মনে মনে ॥ কি সৌভাগ্য দ্বিজগণ পূর্ব্বে করেছিল। অন্নপূর্ণা কৃপা করি যারে অন্ন দিল ॥ এত শুনি প্রসূতী সে প্রবোধ না মানে। বলে সতী শক্তী বিনা কি কায় জীবনে ॥ ইতি মধ্যে দশোদিশ হইল প্রকাশ। পুশার প্রভাবে যেন তম হয় নাশ ॥ দেখিতেছে সতী নিকটে আইল। প্রসূতীর গ্রীবা ধরি কাঁদিতে লাগিল ॥ দুঃখিনী কন্যা বলিয়া নাহি ছিল মনে। আপনি এসেছি মাগো বিনা নিমন্ত্রণে ॥ ত্রিলোক জননী করে মায়ার বিস্তার। জননী জননী বলে কাঁদে অনিবার ॥ সতীরে প্রসূতী কহে করিয়া রোদন। আমার দুঃখের কথা করগো শ্রবণ ॥ পতি অতি অমতি সে দক্ষ প্রজাপতি। যজ্ঞ করে যজ্ঞেশ্বরে না করে আরতি

দুর্ব্বলা অবলা তাহে বলা নাহি যায়। বলিলে বলয়ে মন্দ, বলি ধিক তায় ॥ বিশেষে নারীর জন্ম পরাধীন হয়। বাল্যকালে মা বাপের বশীভূত রয় ॥ ভর্ত্তা কর্ত্তা হয় নারী যৌবন কালেতে প্রাচীনে পুত্রের বাধ্য জানে সকলেতে ॥ তুমিত সকলি জান মহেশ মোহিনী। চন্দ্র মুখে মা বলিয়া ডাক দাক্ষায়ণী ॥ ইহা বলি সতী লয়ে প্রসূতী চলিল। সমাদরে সকলেরে ডাকিতে লাগিল। প্রসূতীর সম্ভাষে আইসে কন্যাগণ। অপরূপ রূপ তাঁর করে নিরীক্ষণ ॥ একে হবেরের দক্ষ অভরণচয়। তাহে নিরূপমা বামা যেন জ্যোতির্ম্ময় ॥ দেখিয়া বিস্ময় হয় যত কন্যাগণ। কার মুখে কোন কথা না সরে তখন ॥ পথশ্রান্তে চন্দ্রাননঁ মলিন হয়েছে। লবণিত করে করি প্রসূতী কহিছে ॥ কিঞ্চিৎ ভোজন কর শ্রান্ত যাক দূরে। সতী কহে আসিয়াছি যজ্ঞ দেখিবারে ॥ ভাবে জানায়েন সতী না খাইব আর। শিব দেখি যথা তথা অন্নাহ আমার ॥ ইহা বলি যজ্ঞ স্থলে সতী চলে যায়। দূরে হতে দক্ষরাজা দেখিবারে পায় ॥ শিব নিন্দা করে বলে দক্ষ মহীপতি। বিনা সম্ভাষণে এথা আইলি কেন সতী ॥ গাজা ভাঙ্গ খায় সেটা নাহি বাহ্যজ্ঞান। ভূত প্রেত সঙ্গে লয়ে ভ্রময়ে শ্মশান ॥ গাত্রেতে মাখয়ে ছাই পরে বাঘছাল। ভিক্ষা করে বাড়ীং বাজাইয়া গাল ॥ করে করে শিঙ্গা ডম্বুর ফণী অভরণ। বিষ খায় তবু তার নাহিক মরণ ॥ এমত সুন্দরী কন্যা তারে কৈনু দান। অভিমানে মরে যাই না রাখি এপ্রাণ ॥ সতী কহে শিব নিন্দা করিলি পামর। অচিরাতে অজ মুণ্ড হইবেক তোর ॥ তথাপিও শিব নিন্দা করিতে লাগিল। বিধি চিন্তামনি আদি

চিন্তিত হইল ॥ সতী কহে শিব নিন্দা কেমতে শুনিব। তোমার নিকটে আজি পরাণ ত্যজিব ॥ ইহা বলি দশ দিগ করে নিরীক্ষণ। ঈশানের ভাগ শূন্য হৈল দরশন ॥ পট্ট বস্ত্র আচ্ছাদিয়া তথায় বসিল। শিব সঙরিয়া সতী পরাণ ত্যজিল ॥ হাহাকার শব্দ হৈল সভার ভিতর। দূরে হৈতে শুনিতে পাইল নন্দীশ্বর ॥ মা মা বলিয়া নন্দী ডাকে নিরন্তর। দেহেতে জীবন নাহি কে দিবে উত্তর ॥ কান্দিয়া ব্যাকুল নন্দী হইয়া তখন। কৈলাসে চলিল যথা আছে ত্রিলোচন ॥ প্রসূতী বিলাপ করে বিবিধ প্রকার। সে দুঃখ বর্ণন করে সাধ্য আছে কার ॥ পাষাণ বিদীর্ণ হয় প্রসূতীরে দেখে। সকলে রোদন করে শান্ত করে কে ॥ মহা কলরব হৈল দক্ষের আলয়। সতী বিনা প্রসূতীর জীবন সংশয় ॥ এথায় নন্দীশ্বর গিয়া কৈলাসেতে। বিস্তারিয়া কহিলেন শিবের কাছেতে ॥ নন্দী মুখে সদানন্দ শুনিয়া বচন। হা সতী হা সতী বলে হৈল অচেতন ॥ ক্ষণেকে সম্বিত পায়্যা কহে পশুপতি। একা তুই আলি নন্দী কোথা আছে সতী ॥ কান্দিয়া কহেন নন্দী শুন বিশ্বনাথ। বিনা মেঘে আজি প্রভু হৈল বজ্রাঘাত ॥ শিব নিন্দা করিলেক দক্ষ প্রজাপতি। শাপান্ত করিয়া প্রাণ ত্যজিলেন সতী ॥ হাহাকার করিয়া কাঁদয়ে ত্রিলোচন। লোচনের নীরে ক্ষিতি হইল সিঞ্চন ॥ হুঙ্কার করিয়া জটা ছিণ্ডে মহেশ্বর। বীরভদ্র নামে এক উঠিল কিঙ্কর ॥ প্রকাণ্ড শরীর তার অদ্ভুত কথন। মস্তক উপরে তার ঠেকেছে গগণ ॥ কিকরিব আজ্ঞাকর দেব পশুপতি। সমুদ্র শোষিব কিম্বা বিদারিব ক্ষিতি ॥ শিব কন অন্য কার্য্যে নাহি প্রয়োজন। দক্ষ হত কর আর যজ্ঞ বিনাশন ॥

যে আজ্ঞা বলিয়া বীর দক্ষালয়ে যায়। করেতে ছিণ্ডিল্প শূল ভমিতে কেলায়॥ ভূতগণে চট পট করে ছড়াছড়ি। গালাগালি কিলাকিলী কেহ হুড়াহুড়ি॥ মুনি ঋষি আদি যত সভাতে আছিল। দাড়ি গোঁপ ছিঁড়ে তার অবস্থা করিল॥ যজ্ঞস্থলে মুতে। কেহ কেহ ভাত খায়। নারীগণে কোন ভূত খেদাড়িয়া যায়॥ কেহ বলে ওরে ভূত সতীর সন্তান। আমি হই মাসী তোর মা-য়েরি সমান॥ ভূত বলে এথাকার সম্পর্ক টিকিবে। যথা মাতা তথা মাসী গমন করিবে॥ এই রূপে যজ্ঞ নষ্ট করে ভূতগণ। হেনকালে উপনীত হৈল ত্রিলোচন॥ প্রসূতী করয়ে স্তুতি যুড়ি দুই পাণি। তোমার শাশুড়ি আমি সতীর জননী॥ দক্ষ মনে-তে ছিল এই অহঙ্কার। দেবের দেবতা শিব জামাতা আমার॥ অগতির গতি তুমি দেব মৃত্যুঞ্জয়। স্তুতি নিন্দা তোমার নিকটে এক হয়॥ তোমার শাশুড়ি আমি জানে ত্রিভুবনে। বিধবা হইয়া আর কি কাজ জীবনে॥ বিশেষেতে সতী আমার গেছে যেই পথে। আমিও যাইতে চাই সতী নিকটেতে॥ এরূপে অনেক স্তুতি করিলা প্রসূতী। দক্ষ মুণ্ড দিতে আজ্ঞা করে পশুপতি॥ নন্দী বলে ইহা প্রভু কেমনে হইবে। সতী আজ্ঞা আছে দক্ষ অজ মুণ্ড পাবে॥ শিবের আদেশে নন্দী করিল গমন। ছাগ মুণ্ড কাটিয়া আনিল সেইক্ষণ॥ অজ মুখ হৈল দক্ষ শিব নিন্দা করে। নিন্দা পাপ মহাপাপ জানিল অন্তরে॥ নিন্দা পাপে আমার যাইল এক মুখ। অন্য জনে জানিবে কি গুণ চতুর মুখ॥ বিধি কহে কি পাপ করিলে ত্রিপুরারি। বিস্তার জানিতে মনে অভিলাষ করি॥ দেবের দেবতা তুমি জগত ঈশ্বর। মুক্তা

সর্ব্ব ময় যাঁরে ধ্যায়ে নিরন্তর ॥ মৃত্যুকে করিয়া জয় নাম মৃত্যুঞ্জয়। ওই নামে চতুর্ব্বর্গ ফল লভ্য হয় ॥ তোমার পাপের কথা না জানি কেমন। কিরূপে মস্তক হীন কহ ত্রিলোচন ॥ শিব কহে সাবধানে শুনহে বিধাতা। সংক্ষেপেতে কহি এই সঙ্গোপন কথা ॥ তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র বীজ করেছি প্রকাশ। সাধিয়া সুসিদ্ধ মন্ত্র কাটে কালফাঁস ॥ যাতায়াত বারম্বার না হয় তাহার। পাপ নাশ হয়ে পরে হইল উদ্ধার ॥ কাতর অমর গণ সৃষ্টির কারণ। মন্ত্রণা করিয়া করে দেবী আরাধন ॥ ভক্তি শ্রদ্ধা ধূপ দীপ নানা উপহারে। হৃদপদ্ম কুসুমে দেবীর পূজা করে ॥ সভয়ে অভয়া পূজে অভয় পাইলা। জীবের নিস্তার বার্ত্তা দেবীরে কহিলা ॥ ভগবতী যদুপতি করিয়ে সংহতি। উপনীত মম স্থানে তুমি প্রজাপতি ॥ কহিলেন ভগবতী সব বিবরণ। সৃষ্টি রক্ষা হেতু সবে করি আকিঞ্চন ॥ স্বত্ত্ব রজ তম গুণে বিধি বিষ্ণু হর। তম গুণে নাশ কর্ত্তা তুমি মহেশ্বর ॥ দেবের দেবতা তুমি তুমি বিশ্ব গুরু। তোমার করুণা তুল্য নহে কল্পতরু ॥ নানামতে নানা চার প্রকাশ করিলা। বেদাচার তার মধ্যে উত্তম কহিলা ॥ বেদাচার হৈতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আচার। বৈষ্ণব হইতে শ্রেষ্ঠ শৈব ব্যবহার ॥ করিলা দক্ষিণাচার শৈবের উপর। তদুপরে বামাচার কর গঙ্গাধর ॥ এসব আচার মধ্যে বিচার করিলে। অভ্রান্ত সিদ্ধান্তাচার পরে প্রকাশিলে ॥ সকল আচার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৌলাচার। যে আচার আচরিলে ত্বরায় নিস্তার ॥ রোগী শোকী তাপী ইথে কেহ নাহি থাকে। অবিলম্বে গতি তার হয় ব্রহ্মলোকে ॥ এরূপে সংহার যদি কর সদাশিব। পুনর্ব্বার

ভবার্ণবে না তারিবে জীব ॥ একারণেতে কর কিছু তন্ত্র মন্ত্র সার। যে আচার আচরিলে না হবে উদ্ধার ॥ অঙ্গীকার করি তাহা না লংঘিতে পারি। ভক্তি করে কহিলাম শুন সুরেশ্বরী ॥ যে নামে সন্ন্যাসী হয়ে শ্মশানে ভ্রমণ। কিরূপে করিব আমি তাহার নিন্দন ॥ পঞ্চমুখে হরিনাম সংকীর্ত্তন করি। তথাচ নাম মাহাত্ম্য বর্ণিতে না পারি ॥ লংঘিবারে নাহি পারি দেবী আজ্ঞা মন্ত্র। উর্দ্ধমুখে করিলাম উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র ॥ ভক্তি করে শক্তি পক্ষে এই উক্তি করি। যে রূপ আচার তার শুনহ শঙ্করী ॥ না পিবে জাহ্নবী তোয় বিষ্ণু না স্মরিবে। তুলসী পরশিলে ফল বিফল হইবে ॥ পঞ্চম মকার বিনা সাধন না হয়। স্বয়ম্ভু কুসুম শুক্র পূজার নির্ণয় ॥ এই রূপে এই তন্ত্র করিয়া প্রকাশ। সহজে আপন মুখ করিলাম নাশ ॥ তদবধি জীবের নিস্তারে বিড়ম্বন। ভব পাশে বদ্ধ হয়ে করয়ে ভ্রমণ ॥ এরূপে সকল কথা কহিল শঙ্কর। সারজ্ঞান তত্ত্ব কহে দ্বিজ পীতাম্বর ॥

প্রজাপতি মিনতি করিয়া পুনর্ব্বার। কহিলা ভবানী বাণী তব অঙ্গীকার। কিন্তু ভ্রান্ত শাস্ত্র মধ্যে কৃতান্ত বারণ। একান্তে একান্তে নিন্দে কর কি কারণ ॥ শিরোপরি সুরধুনী কেমনে নিন্দিলে। মোক্ষ প্রদায়িনী জেনে মস্তকে রাখিলে ॥ তুলসী পবিত্র পত্র তোমার শিখরে। কেমতে করিলে শিব তাহার নিন্দন ॥ আর এক কথা গুরু ভাবি মনে মনে। নাহি হয় শিব বাক্য মিথ্যা কোন দিনে ॥ পঞ্চম মকার করে করিলে সাধন। মোক্ষ পদ নাহি পায় কিসের কারণ ॥ বিরূপাক্ষ বাক্য ঐক্য করিয়া অন্তরে। লক্ষ লক্ষ পশু ভক্ষ সুরাপান করে ॥ রমণী

রমণ করে লয়ে পরদারা। শোণিত শুক্রতে পূজা করে সাধকের,
বিষ্ণু দ্বেষি হয়ে যেন বৈষ্ণবেরে করে। না স্পর্শে তুলসী পত্র
সদা দ্বেষ করে ॥ মুক্তির ভব সে পথে নিস্তার না পায়। মহাপাপ
পাশে বান্ধা করে ভ্রমি ত্যাগ ॥ পঞ্চ প্রায় ব্রহ্মা হয়ে যত্ন প্রাপ্ত
করে। এই সব নাশ কর দেব মহেশ্বরে ॥ শিব কহে কেন বিধি
ভাব বিপরীত। মম বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কদাচিত ॥ সেকৌল
আচার ত্রিবিধ প্রকার। যার সেই কুলাচার করিবে আচার ॥
স্বভাচারে ব্যভার করিবে দেবগণ। বামাচারে অনুক্রমে করি
সে সাধন ॥ সব গুণে মনুষ্য স্নানাদি কর্ম্ম করে। শ্বানিলয়ে যাবে
জীব বৈকুণ্ঠ নগরে ॥ বিশেষ দক্ষিণাচার দ্বিজের যুক্তিযুক্ত
ইহাতে সন্দেহ নাই শিবের বচন ॥ ভোগ লোভে যোগ
করে বামাচারে। মোক্ষ পদ নাহি পায় নরকেতে ঘোরে
মস্তু দগুন রক্ত চন্দনেতে হয়। শুক্রেতে করিবা পূজা কহিনু
নিশ্চয় ॥ নারিকেলোদক কাংসে কিম্বা মদ্যাত্রক। তাকে মধু
সুরা হয় জানিবে সাধক ॥ পিনক রসাল মাংস অম্রেতে, কর্পূর
দধি দুগ্ধ মধু এই হবে বলিদান ॥ আর এক মত বিধি করহে
শ্রবণ। সুরা শক্তি শিব মাংস আছে নির্ম্মাণ। গুরু কহে সুরা
পানে মত্তা হইয়া। বর্ণাধর্ম্ম শাস্ত্র জ্ঞান খড়্গেতে ছেদিয়া ॥ কুল
কুণ্ডলিনী বাস করে মূলাধারে। তারে লয়ে যায় পরম শিবের
গোচরে ॥ এই রূপ মৈথুন সাধন একরূপ মৈথুন। জ্ঞানী বিনা
নাহি জানে এসব কারণ ॥ শক্তি পক্ষে এই রূপ ব্যভার করি
বে। অচিরাতে চতুর্ব্বর্গ ফল ভোগী হবে ॥ তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র জানি

নরকের যোগ্য তারা নহে কদাচিত ॥ ত্রেতাতে ত্রিপাদ ধর্ম্ম। কর্ম্ম শুদ্ধাচার। শিবলোকে ব্রহ্মলোকে গমন তাহার ॥ দ্বাপরেতে অধর্ম্ম দ্বিপাদ ধর্ম্ম রয়। সে নর নরক যোগ্য কভু নাহি হয় ॥ এক পাদ ধর্ম্ম এই কলিযুগে হবে। ত্রিপাদ পাপেতে জীব নরকেতে যাবে ॥ ভগবান কহিলেন অর্জ্জুন আক্ষেপে। ধর্ম্ম হতে কিরূপেতে নরকেতে মজে ॥ ভানুর তনয় কহে করি নিবেদন। সাধনের পথ যত তন্ত্রের লিখন ॥ আর যে প্রমাণ আছে পঞ্চ পুরাণেতে। বিশেষে সাধন তত্ত্ব অমৃত খণ্ডেতে ॥ সে ভাব অভাব ভাব করিয়া ভাবনা। লোভী ভোগী কামাতুর হবে সর্ব্ব জনা ॥ এই রূপে কলিতে কলুষে পূর্ণ হবে। চৌরাশি নরক মধ্যে স্থান হইবে ॥ এক পাদ ধর্ম্ম হেতু তাহার কারণ। কেহ হবে ইষ্ট নিষ্ঠ বিষ্ণু পরায়ণ ॥ ভজন সাধন তত্ত্ব তাহারা জানিবে। বিষ্ঠা দৃষ্টি সেই নর কভু না করিবে ॥ বিধি কহে সদাশিবে যোড় করি পাণি। কিরূপ সাধন তত্ত্ব কহ শূলপাণি ॥ শিব কহে পঞ্চমতে বিবিধ আচার। প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ ত্রিবিধ প্রকার ॥ সারজ্ঞান তত্ত্ব এই সুধার সাগর। ভাষায় প্রকাশ করে দ্বিজ পীতাম্বর ॥

ত্রিপদী ॥ বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত মনে, কহিছেন পঞ্চাননে, অকিঞ্চনে বঞ্চিত করনা। কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কর, অপাঙ্গ ভঙ্গিতে হের, পূর্ণ কর মনের বাসনা ॥ কলিতে কলুষে মগ্ন, সদা চিন্তানলে দগ্ধ, মায়া দয়া সম্বিধ তাহার। সেনলে আহুতি দিবে, জ্ঞান ধূম বিনাশিবে, ধর্ম্ম বুদ্ধি না রহিবে আর ॥ পঞ্চ মতে নানা মত সাধনের যত পথ, প্রকাশ করিলে কৃপা করি। দুস্তার ভব সাগরে, নিস্তার হইতে পারে, বিস্তারিয়া কহ ত্রিপুরারি ॥

তার বাক্য শুনে, কহিছেন পঞ্চাননে, সংগোপনে শুন বিবরণ ॥ প্রথমে প্রবর্ত্ত যাগ, পূজা আদি বহির্যাগ, যড়েন্দ্রিয় করিবে দমন ॥ দশেন্দ্রিয় করে নাশ, করে কর অঙ্গন্যাস, যোগে যাগে অন্তর্য্যাগ করে ॥ মোক্ষে অহং ব্রহ্ম, সাধকের এই কর্ম্ম ভূতশুদ্ধি আদি তার পরে ॥ সমভাব ধর্ম্মাধর্ম্মে, পাপ পুণ্য যত কর্ম্ম, ব্রহ্মময় জগত সংসার। এরূপে যাহার যোগ, সুখ দুঃখ নাহি ভোগ, সিদ্ধ সেই মোক্ষপদ তার ॥ পঞ্চমতে নানাচার, সাধন তিন প্রকার, প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ হয়। প্রবর্ত্তের বহির্যাগ, সাধকের অন্তর্যাগ, সিদ্ধ জনের ব্রহ্ম বিশ্বময় ॥ বিধি পঞ্চাননে কয়, প্রকাশিলা কৃপাময়, কৃপা করে কহ কিছু আর। তিন রূপে তিন ভক্ত, সাধনেতে কেবা শক্ত, বিস্তারিয়া বল গুরু আর ॥ কি রূপেতে ভূত শুদ্ধি, কি রূপেতে হয় শুদ্ধি, কি রূপেতে পূজা আদি করে। আপনি হইবে শিব, কি রূপেতে বাঁচিবে জীব, অন্তর্বহির্যাগ কি প্রকারে ॥ কহিছেন পঞ্চাননে, শুনহে চতুরাননে, এসব বৃত্তান্ত বিবরণ। সিদ্ধ ভক্তি সর্ব্বোপরে, মধ্যমেতে সাধকেরে, ব্যাখ্যা করি এসব সাধন ॥ প্রবর্ত্ত কনিষ্ঠ হয়, সাধনের পরিচয়, শুন শুন শুন প্রজাপতি। পূর্ব্ব কর্ম্ম শুভফলে, জীব কাল প্রাপ্ত হলে, পাপে হতে পায় অব্যাহতি ॥ পেয়ে গুরুদত্ত ধন, হরষিত হয় মন, পূজা আদি করে নানাচারে। প্রাণ আয়াম ভূতশুদ্ধি, করিবারে মন্ত্র সিদ্ধি, বহির্যাগ যাগে যার অঙ্গ ॥ সম্পদে আমোদ মনে, বিপদে আপদ জ্ঞানে, সে পাবে না মোক্ষপদ পায়। এরূপ করয়ে যেই, প্রবর্ত্ত সাধন সেই, কর্ম্ম মতে ক্রমে উচ্চ চায় ॥ যে রূপ অগ্নি অম্বরে, সম্বরিতে নাহি

পারে, প্রবর্ত্তের এই রূপ মন ॥ বহির্যাগ হয় হস্ত, পূজা, আদি
আছে যত, অন্তর্যাগ জাগয়ে কথন ॥ অন্তর্যাগ ভূত শুদ্ধি, সঙ্ক
ল্পিন সূক্ষ্ম বুদ্ধি, প্রাণায়ম কর অঙ্গন্যাস । কুণ্ডলিনি মূলাধারে,
ছয় পদ্ম ভেদ করে, সহস্রারে করয়ে যে বাস ॥ সাধকের সে সাধন,
শুনহে চতুরানন, দেবার্চ্চনে হইবে শঙ্কর । তন্ত্রেতে আমার
উক্ত, জীব হয় আত্মা ভক্ত মায়া মুক্ত সেই মহেশ্বর ॥ একপে
সাধন করে, কামনা বিনাশ করে, সিদ্ধপদ পায় সেই নর । সার
জ্ঞান তত্ত্ব কথা, সুধাময় সুধাগাথা, কহিছেন দ্বিজ পীতাম্বর ॥

পয়ার ॥ পুনর্ব্বার পঞ্চাননে করিয়া প্রণতি । কৃতাঞ্জলি হয়ে
পুটে কহে প্রজাপতি ॥ পাপ পুণ্য যত কর্ম্ম কর্ম্ম সূত্রে হয় । কর্ম্ম
সূত্র কিরূপে বাখায় দয়াময় ॥ শ্রীমুখে কহিলে উক্তি ভক্তি ক্রিয়া
মত । প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ করিবে যেমত ॥ ষড়চক্র ভেদ সূক্ষ্ম
কি রূপে করিবে । কি রূপেতে জীব সব নিস্তার পাইবে ॥
বিশেষ করিয়া কহ কাশির ঈশ্বর । শুনিবারে অভিলাষ হয় নির
ন্তর । হরিষ অন্তরে হর ধাতারে কহিল । ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সূত্র যে
রূপে হইল ॥ বাসনা করিলে কর্ম্ম করে তাহে যোগ । কর্ম্মসূত্রে
সুখ দুঃখ দুই রূপে ভোগ ॥ পুণ্য কর্ম্মসূত্রে পুণ্যফল তাহে ধরে ।
পাপের হইলে সূত্র পাপ ক্রমে বেড়ে ॥ তাহার প্রমাণ ধাতা
করহে শ্রবণ । নদ নদী মধ্যে দ্বীপ যেমত লক্ষণ ॥ প্রথমেতে দৃষ্টি
কারু না হয় তাহার । অতিন্দ্রীয় পরমাণু রূপেতে সঞ্চার ॥ যুগ্ম
হয় পরমাণু দ্বেণুক সহিত । দৃষ্টি হয় ত্রিসরেণু হইলে মিলিত ॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিসরেণু হয় স্থূলাকার । এই রূপ বিধি তোমার
জগত সংসার ॥ কামনা করিলে কর্ম্ম কালেতে উদয় । কামনা

বিহীন বিনা মোক্ষ নাহি হয় ॥ বিধি বলে বিশ্বগুরু করি নিবেদন। বুঝিতে নাহিক পারি তোমার বচন ॥ কর্ম্ম সূত্রে পাপ পুণ্য করয়ে সংযোগ। কর্ম্ম সূত্রে সুখ দুঃখ দুই রূপে ভোগ ॥ নিষ্কাম সাধক কেন যাতায়াত করে। কামনা বিহীন তবু ভব পাশে ঘোরে ॥ শিব কহে শুন ব্রহ্মা তাহার কারণ। কর্ম্ম সূত্র ফল কার না হয় খণ্ডন ॥ কর্ম্ম সূত্রে জীব সব ফল ভোগী হয়। ভজন সাধনে কর্ম্ম করে সুনিশ্চয় ॥ প্রবর্ত্ত তাহার নাম প্রথম সাধন। তদন্তরে কর্ম্ম সূত্রে সাধক সে জন ॥ ইতি মধ্যে বাসনা না থাকিবে যাহার। কর্ম্ম সূত্র ক্রমে ক্ষীণ হইবে তাহার ॥ তৃণোৎপন্ন ভূমিতে যেমত বৃদ্ধি হয়। কৃষকের অাকিঞ্চন কভু তাহে নয় ॥ ধান্যাদি শস্যের বীজ রোপণ না করে। কদাচিত্ত নাহি পারে তৃণ নাশিবারে ॥ কালেতে শস্যের বীজ করিয়া রোপণ। তৃণ হত হেতু চেষ্টা করে কৃষিগণ ॥ বীজাঙ্কুর বৃদ্ধি যদি সেই ভূমে হয়। তৃণ আদি ক্ষীণ হয় কিছু নাহি রয় ॥ সেই মত বাসনা বিহীন হয়ে নরে। সুখ দুঃখ ভোগ হেতু যাতায়াত করে ॥ ভোগান্ত হইলে ভবে না আসিবে নর। সারজ্ঞান তত্ত্ব কহে দ্বিজ পীতাম্বর ॥

প্রবর্ত্ত সাধনাতীত সাধক লক্ষণ। ষটচক্র ভেদ বিধি করহে শ্রবণ ॥ ব্রহ্মাণ্ড সমান হয় জীবের শরীর। আপনারে নাহি জানে সদত অস্থির ॥ স্বত্ব রজ তমগুণে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। জীবের শরীরে আছে নাহি জানে জীব ॥ মেরু দণ্ড ভুক্ত যুক্ত তিন নাড়ি রয়। ইড়া নামে নাড়ি কফ ভাবে শিব হয় ॥ পিঙ্গলা আপনি বিষ্ণু পিত্ত গুণ তার। মধ্যে ব্রহ্মা সুসম্না রহে অনিবার ॥ এইমত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের গতি। বায়ু পিত্ত কফ এই শুন প্রজাপতি ॥

প্রত্যেকেতে তিন নাড়ি আছে এক হয়ে। ষট্ চক্র ভেদ হয় তার মধ্য দিয়ে॥ বাম পার্শ্বে ইড়া নাড়ি দক্ষিণে পিঙ্গলা। শুষুম্না উভয়ের মধ্যেতে রহিলা॥ তার মধ্যে বজ্র নাড়ি বিচিত্র বরণ। চিত্র নাড়ি তার মধ্যে প্রণবে গঠন॥ ষষ্ঠ স্থানে ষষ্ঠ পদ্ম আছয়ে তাহার। মূলাধারে চতুর্দ্দল রবি রুচি তার॥ চারি বর্ণ অবতীর্ণ আছে চারি দলে। বশষস আদি বাস করে সেই মূলে॥ তদুপরে স্বাধিষ্ঠান অতি সুগঠন। ষড়দলে শোভা মাণিক বিদ্যুৎ বরণ॥ ষষ্ঠ দলে বল আদি ছয় বর্ণ স্থিতি। স্বাধিষ্ঠানে পদ্ম এই শুন প্রজাপতি॥ স্বাধিষ্ঠান অধঃ রহে মণিপুর ঊর্দ্ধে। দশ দলে আল করে দশ দল পদ্মে॥ রক্ত রুচি কমলের নির্ম্মল বরণ। দশ দলে দশ বর্ণ শোভে সুশোভন॥ টবর্গ দ্বিতীয় বর্ণ বর্জ্জন করিবে। পবর্গ দ্বিতীয় বর্ণ আদি দশ হবে॥ এই দশ বর্ণ দশ দলে শোভা পায়। মণিপুর নাভি মূল বলিহে তোমায়॥ তদুপরে কমল দ্বাদশ দল তার। হেম বর্ণ হয় সেই পদ্মের আকার॥ কঠ আদি যড়দয় অক্ষর সকল। দ্বাদশ দলেতে শোভা করয়ে কমল॥ সেই পদ্ম হৃদ পদ্ম হৃদয়েতে রয়। সারজ্ঞান তত্ত্ব দ্বিজ পীতাম্বর কয়॥

ত্রিপদী॥ হৃদয় ঊর্দ্ধে কমল, সুশোভন নিরুমল, ষষ্ঠ দশ দল শোভা তার। অকাদি ষোড়শ বর্ণ, ষোলদলে অবতীর্ণ, শুভ্রবর্ণ পদ্মের আকার॥ অনাহত অধ রয়, বিশুদ্ধ ইহারে কয়, যথায় কমল ষোল দল। কণ্ঠদেশ বলি তারে, বর্ণন করি শরীরে, শুন বিধি বলি হে সকল। আজ্ঞাক্ষ তাহার ঊর্দ্ধ, তথায় দ্বিদল পদ্ম, বর্ণন কি করিব তাহার। হং ক্ষং দুই বর্ণ, দুই দলে অবতীর্ণ, রঙ্গ

কর্ণ পাঁবরি আকার ॥ ষড় চক্র ষষ্ঠ স্থানে, শুনহে চতুরাননে,
সংক্ষেপেতে সর্ব্ব বিবরণ। ইহার অতীত উর্দ্ধ, সহস্রারাসেতে
পদ্ম, অধোমুখে রহে সর্ব্বক্ষণ ॥ সহস্রার নিম্ন ধারে, দ্বাদশার্দ্ধ
বলি তারে, ত্রিকোণ কর্ণিকা যে তাহার। নাদ বিন্দু শোভে
তাহে, শ্রীগুরু পাদুকা রহে, হংসমধ্যে সেই কর্ণিকার ॥ চতুর্দ্দল
পদ্ম যথা, জল কুণ্ডলিনি তথা, সর্পাকৃতি সুসূক্ষ্মী হইয়া। সুধা
নাড়ি করে মুখে, সদত নিদ্রায় থাকে, আপনারে বিস্মৃতি
হইয়া ॥ সাধনের তত্ত্ব কথা, শ্রবণ করুকে যাতা, সাধক হইবে
সেই জন। গুরুদত্ত পরমাত্ম, এই সার জ্ঞান তত্ত্ব, দ্বিজ পীতা-
ম্বর বিরচনা॥

পয়ার ॥ তত্র মধ্যে ইষ্ট মন্ত্র ষষ্ঠ দশবার। ইড়ার পূরক করি-
বেক জানিবার ॥ চতুঃষষ্ঠি জপ করে কুম্ভক করিবে। সুসম্না সেই
নাড়ি সাধকে জানিবে ॥ পিঙ্গলে রেচক হবে দ্বাত্রিংশ বারেতে।
এভাবেতে চারি শোল জানিবে আটেতে। পূরকেতে কুণ্ডলিনি
হইয়া চেতন। জন্তুকে সহস্রাপরে করাবে গমন ॥ মূলাধারে
চতুর্দ্দল পদ্ম ভেদ করে। স্বাধিষ্ঠানে গমন হইবে তার পরে ॥
স্বাধিষ্ঠানে ভেদ করে ষষ্ঠদল পদ্ম। ক্রমে ক্রমে গমন হইবে
তার উর্দ্ধ ॥ দশ দল পদ্ম মণিপুরে শোভা পায়। তাহারে ভে-
দিয়া জল কুণ্ডলিনি যায় ॥ দ্বাদশ দলের পদ্ম হৃদি পদ্মে থাকে।
অনাহত সেই চক্র জানিবে সাধকে ॥ ভেদ করে সেই পদ্ম
করাবে গমন। যথায় বিশুদ্ধ চক্র অতি সুশোভন ॥ ষষ্ঠ দল
পদ্ম তথা অতি মনোহর। ষোল দলে আল যথা করে ষোল
স্বর। তাহারে ভেদিএ গতি করাবে তখন। আজ্ঞাক্ষ যথায় পদ্ম

দ্বিদলে শোভন॥ তাহারে ভেদিলে দৃষ্টি হবে সহস্রারে। বিরাজে পরম শিব করেন যথায়॥ দ্বাদশার্ণবসে তারে শুন প্রজাপতি। তাহার কর্ণিকা হয় ত্রিকোণ আকৃতি॥ কুলকুণ্ডলিনি সয়ে তথায় যাইবে। পরম শিবের সঙ্গে মিলন হইবে॥ ষড় পদ্ম দল গত বর্ণাদি সকল। ত্রিকোণ কর্ণিকা পার্শ্বে হইল সবল॥ দগ্ধ হয়ে ষটপদ্ম হবে ভস্মময়। বর্ণরূপা শিব শক্তি দ্বাদশার্ণে রয়॥ কর্ণিকার এক পার্শ্বে ষষ্ঠ দশ বর্ণ। তিন পার্শ্বে অবতীর্ণ ত্রিষোড়শ বর্ণ॥ ত্রিকোণেতে ত্রি অক্ষর হলক্ষ রহিবে। এক পার্শ্বে ষষ্ঠদশ স্বর প্রকাশিবে॥ এক পার্শ্বে ক আদি ত ষষ্ঠ দশবর্ণ। থ স আদি এক পার্শ্বে হয় অবতীর্ণ॥ একাম বর্ণ মধ্যে পরম শিব লয়ে। রতিরঙ্গ করিবেন হরষিত হয়ে॥ এইরূপ কুম্ভকেতে করিবে সাধক। পরে পিঙ্গলা নাড়িতে করিবে রেচক॥ পুন কুণ্ডলিনি গতি করে মূলাধারে। সারজ্ঞান তন্ত্র কহে শিব পার্বতীরে॥

কৃতাঞ্জলি করপুটে দেব প্রজাপতি। জিজ্ঞাসেন পঞ্চাননে করিয়া প্রণতি॥ কৃপা করি বিশ্ব গুরু করিলে প্রকাশ। কিন্তু ভ্রান্ত শান্তাইতে পুন করি আশ॥ অধোমুখ পদ্ম যদি সকল হইবে। কিরূপেতে শিব শক্তি তাহাতে রহিবে॥ পঞ্চানন পঞ্চাননে কহে আরবার। শুন বিধি যে রূপ সে পদ্মের আকার॥ পঞ্চদশ অস্থি চতুর্দশ গ্রন্থি তায়। মেরুদণ্ড ত্রিনাড়ি তাহাতে শোভা পায়॥ মেরুদণ্ড ভুক্ত মেধ দ্বিঅঙ্গুল উচ্চ। বিস্তার চতুরাঙ্গুলি হয় সেই মঞ্চ॥ চতুর্দল পদ্ম তথা সেই মূলাধার। তাহার কর্ণিকা হয় ত্রিকোণ আকার॥ ত্রিকোণ কর্ণিকা মধ্যে হয় চতুষ্কোণ। অষ্ট দিগে অষ্ট শূল তাহাতে শোভন॥ তার

মধ্যে ত্রিকোণ কর্ণিকা পীতবর্ণ। হং লং ক্ষং ত্রিচ্ছে আছে অব স্থৌর্ণ॥ ত্রিপার্শ্বতে ত্রিযোড়শ বর্ণ শোভা করে। সবিশেষ প্রজাপতি বলিছে তোমারে॥ সেই কর্ণিকায় চন্দ্র বিন্দু শোভা পায়। কমল কলিকাকার শয়ম্ভু তথায়॥ জলদাস্য আস্য তার ত্রিনাড়ি সহিত। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যথা আছে নিযোজিত॥ শয়ম্ভুর আস্যে আস্য করিয়ে প্রদান। সর্পাকৃতি সুসুপ্তীতে রহে সেই স্থান॥ সাড়েতিন বেড়ে আস্য দৃশ্য করিয়া। কুলকুণ্ডলিনি রহে এরূপ হইয়া॥ ক্ষিতি জল তেজ বায়ু আকাশাদি পঞ্চ। মূলাধার আদি পঞ্চ পদ্মে এই মঞ্চ॥ পৃথিবীর বীজ লং বর্ণ মূলাধারে। ব্রহ্মা নামে শিব তথা করিব উপরে॥ চারি করে চারি বেদ রক্তবর্ণ কায়। বামেতে ডাকিনী শক্তি নিযুক্ত সেবায়॥ চিত্রাতে গ্রন্থিত পঞ্চ পদ্ম তদুপরে। ব্রহ্ম নাড়ি বারোদল পদ্মে র প্রান্তরে। ব্রহ্মা নামে শিব শক্তি মূলাধারে রয়। সারজ্ঞান তত্ত্ব দ্বিজ পীতাম্বরে কয়॥

স্বাধিষ্ঠানে ষড়দল পদ্মের আকার। তাহার কর্ণিকা মধ্যে আ-ছয়ে আধার॥ অষ্টদল সেই পদ্ম রক্ত বর্ণ হয়। পীতবর্ণ সে কর্ণিকা জানহে নিশ্চয়॥ সর্ব্ব বর্ণাবৃত ত্রিকচ্ছ কর্ণিকা তাহার। তদুপরে চন্দ্র বিন্দু অতি চমৎকার॥ বং বীজ বরুণ তাহার সন্নিধানে। হরি নামে শিব তথা মকর বাহনে॥ ইন্দীবর নিন্দিয়ে লাবণ্য বর্ণ হয়। যুবা চতুর্ভুজা শঙ্খচক্র করে রয়॥ বামেতে রাকিনী শক্তি চারি করে শোভা। অঙ্কেতে করয়ে নীলোৎপল জিনি আভা॥ তথায় শৃঙ্গারে মত্ত রহে সর্ব্বক্ষণ। স্বাধিষ্ঠানে সেই পদ্ম করহে শ্রবণ॥ ড ফ আদি দশদল পদ্ম মনিপুরে। তথায় আধার পদ্ম পদ্মের অন্তরে॥ রক্তবর্ণ অষ্টদল সর্ব্ব বর্ণান্বিত। হং লং ক্ষং ত্রিচ্ছে পূর্ব্ব নিয়মিত॥ ত্রিকোণ কর্ণিকা

মধ্যে চন্দ্র বিন্দু হয় ॥ তাহার মধ্যেতে রং অগ্নি বীজ রয়। রুদ্র নামে শিব রক্ত বর্ণ চারি কর। করে বরাভয় বাণ মেষের উপর ত্রিলোচন ত্রিলোচনা শক্তি বামে তার। লাকিনি নামক সেবা নিযুক্ত তাহার ॥ অনাহত চক্রে পদ্ম দ্বাদশ দলেতে। কল্প বৃক্ষ রূপ হয় সেই হৃদয়েতে ॥ রক্ত বর্ণ অষ্টদল পদ্ম তারা ধার। সর্ব্ব বর্ণ যুক্তা ত্রিরেক্ষ কর্ণিকা তাহার ॥ সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ কর্ণিকার বর্ণ। সর্ব্ব বর্ণ যার পরে সদা অবতীর্ণ ॥ চন্দ্র বিন্দু তাহার উপরে শোভা পায়। যং বীজ পবনের আছয়ে তথায় তথায় ঈশ্বর নাম শিব দয়ানিধি। লাবণ্য শুক্লবর্ণ বলি শুন বিধি ॥ কাকিনী তাহার শক্তি বামপার্শ্বে রয়। পীতবর্ণা ত্রিনেত্রা সে হিতকারী হয় ॥ কপাল খর্পর বরাভয় চারি করে। সদত উন্মত্ত ভাবে থাকেন শৃঙ্গারে ॥ ঐ পদ্ম মধ্যে শিব বাণ নামেতে। লক্ষ্মী নিবাস করেন তার মস্তকেতে ॥ দীপ কলিকার ন্যায় জীবাত্মা তথায়। হংসরূপ সূর্য্য মণ্ডলেতে শোভা পায় ॥ কণ্ঠেতে বিশুদ্ধ চক্র পদ্ম ষোল দল। পূর্ব্বেতে তাহার কথা বলেছি সকল ॥ আধারেতে অষ্টদল পদ্ম রক্ত বর্ণ। সর্ব্ব বর্ণ কর্ণিকায় আছে অবতীর্ণ ॥ হং লং ক্ষং ত্রিচ্ছে শোভে মনো হর। চন্দ্র বিন্দু আছে তথা কর্ণিকা উপর ॥ হংবীজে আকাশ প্রকাশ বিশ্বময়। তথা অর্দ্ধ নারীশ্বর সদাশিবে হয় ॥ পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র পাশাঙ্কুশ করে। সাকিনি তথায় শক্তি শ্বেতবর্ণ ধরে ॥ আজ্ঞাক্ষ চক্রেতে পদ্ম দুইদল হয়। তথা অষ্টদল পদ্ম উর্দ্ধমুখে রয় ॥ রক্তপদ্ম পীতবর্ণ কর্ণিকা তাহার। একাম বর্ণেতে শোভা করে সে আধার ॥ তার মধ্যে চন্দ্র বিন্দু হংস সুশোভন। লিঙ্গ রূপী শিব তথা বাস করে মন ॥ হাকিনী তাহার শক্তি বাম পার্শ্বে রয়। হংস বীজ প্রদীপ কলিকাকার হয় ॥ তদূর্দ্ধে চন্দ্র

খঞ্জন তাহার মধ্যেতে। শুক আর শুকপক্ষী বাস করে তাতে॥ আকিঞ্চনে ভক্তি রজ্জু সংযোগ করিবে। সচঞ্চল মনে দৃঢ় বন্ধনে রাখিবে॥ সেই জীব শিব তুল্য হবে কলেবর। সারজ্ঞান তত্ত্ব কহে দ্বিজ পীতাম্বর॥

এই ষড়চক্র মধ্যে বিশ্রাম করিয়া। সহস্রারে গতি হবে চক্রাদি ভেদিয়া॥ শুক্রবর্ণ দ্বাদশার্ণ তাহার আধার। পূর্ব্বেতে বলেছি বৃক্ষ সব সমাচার॥ বারোবর্ণ কমলের বারোদলে রয়। হংসক্ষ যুগল ষষ্ঠ দলে শোভা হয়॥ ক্লেং বর্ণ সপ্তদলে মকার অষ্টমে। নবমে নকার তার ঘবর্ণ দশমে॥ একাদশ দলেতে ঞ বর্ণ বিভূষণ। যুংরঙ দ্বাদশ দলেতে সুশোভন॥ পদ্মস্থ পরম শিব আছে কর্ণিকায়। যথায় শঙ্খিনী শক্তি নিযুক্ত সেবায়॥ মূলাধারে কুণ্ডলিনী সদত নিদ্রিত। সাধকে সাধন করে করিবে জাগ্রত॥ পৃথিবী বরুণ বহ্নি বায়ু আর আকাশ। অধো মূলাধার ঊর্দ্ধ বিশুদ্ধে প্রকাশ॥ তদূর্দ্ধেতে আজ্ঞা চক্র মনের বসতি। এই চক্র ভেদ করে চন্দ্রালয়ে স্থিতি॥ তথায় অগ্নির শিখা প্রজ্জ্বলিত রয়॥ মূলাধার আদি ষড় পদ্ম দগ্ধ হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রে কমল সহস্র দল পরে। পরম শিবের সনে গোপনে বিহরে॥ নিজ পতি সঙ্গে রঙ্গে করিয়া শৃঙ্গার। পুন কুণ্ডলিনি গতি করে মূলাধার॥ বিগলিত সুধা কুণ্ডলিনির চরণে। ষড়চক্র পুনরপি হয় স্বস্থানে॥ অজ্ঞ চক্রে অজেয় মনের জয়করে। বীররস প্রকাশ করেন সেই দ্বারে। কণ্ঠেতে বিশুদ্ধ চক্র পদ্ম ষোলদলে। করুণা করুণা রস তথা প্রকাশিলে॥ হৃদয়েতে অনাহত অনাহত চক্র নাম ধরে। ব্রহ্মার জীব কল্পনা সেই চক্রে করে॥ তথায় অদ্ভুত রস প্রকাশ করিয়ে। কুণ্ডলিনি গতি করে হরষিত হয়ে॥ মণিপুরে বহ্নিরূপ রুদ্র দরশনে। হাস্য রস প্রকাশ করিবে তার

সনে। সাধিষ্ঠানে জলরূপ দেখে নারায়ণ। ভয় রস প্রকাশ করেন সেইক্ষণ ॥ পরপতি দেখে যেন পতিব্রতা নারী। তদবধ ভীত চিত ভয় রস কারি ॥ বিষ্ঠাদির পথ দৃষ্টি করে মূলাধারে। প্রকাশে বিভৎস রস করে সেই দ্বারে ॥ ব্রহ্মা নামে শিব আছে সেই মূলাধারে। ক্রোধ রস প্রকাশ করিবে তার পরে ॥ এমত নিন্দিত স্থানে আমার বসতি। সারজ্ঞান তন্ত্র দ্বিজ পীতাম্বর উক্তি ॥

ত্রিপদী ॥ ষট চক্র বিবরণ, শুনিয়া চতুরানন, পঞ্চাননে কহে পুনর্ব্বার। মনে অভিলাষ করি, তাকে মন মত্ত করি, কৃপাকরি কহ কিছু আর ॥ হিত উপদেশ পাশে, রাখিয়া আপন পাশে, বাক্যাঙ্কুশে যদি নাফিরাবে। নিজল অখিল নাথ, তুমি গুরু বিশ্বতাত, বারণ বারণ কিসে হবে ॥ প্রকাশিলা আদ্য অন্ত, কিন্তু মনে হয় ভ্রান্ত, শান্ত কর স্বতন্ত্রে নাশান। সকল আমার সৃষ্টি, করি অপরূপ দৃষ্টি, সৃষ্টি ছাড়া বর্ণের সৃজন ॥ ভক্তিতে ভজিয়া শক্তি সৃজনেতে ছিল শক্তি, সে শক্তি নাশিলে ত্রিপুরারি। ভাবিয়া ভবের ভাব, ভব ভার কারে দিব, ভবার্ণবে তুমি হে কাণ্ডারী ॥ সকলের বীজ বর্ণ, বিচার করিয়া বর্ণ, পঞ্চাশত বর্ণের সৃজন। আমারে কহিয়ে ভার, আর কারে দিয়ে ভার লং বর্ণ কর ত্রিলোচন ॥ বিধাতার বাক্য শুনে, সলজ্জিত ত্রিলোচনে, পঞ্চানন সংগোপনে কয়। জেনে সব আদ্য অন্ত, তবে কেন হও ভ্রান্ত, সৃষ্টিকর্ত্তা আর কেহ নয় ॥ সৃজিয়া পঞ্চাশ বর্ণ, ধরণীতে অবতীর্ণ আপনি করিলে প্রজাপতি। বর্ণমালা করে করে, জপ করি নিরন্তরে, অন্তরেতে হয় এই মতি ॥ পঞ্চাশ জপের সংখ্যা, বর্ণেতে হইল সংখ্যা, সুমেরু অভাবেতে ভাবিত। শুনহে চতুরানন, সচিন্তিত হয়ে মন, সংগোপনে

ভাবি হিতাহিতে।। সৃজন যে রূপ কর্ম, তুমি বিধি জান মর্ম, ধরাতে সবার জন্ম হয়। লং বর্ণ ক্ষিতিহতে, বিচার করি মনেতে অন্যাক্ষর কিরূপেতে হয়।। একান্ন সুমেরু যুক্ত, শাক্ত শৈব আদি ভক্ত, গানপত্য বৈষ্ণব যে হবে। কিম্বা সৌরাচার হয়, সাধনে একান্ত রয়, জপমালা এরূপে করিবে।। সংখ্যাতীত মালা করে, অনর্থক জপ করে, সে জপে না জপ সিদ্ধ হয়। সারজ্ঞান তত্ত্ব কথা, সুধাময় সুধাগাথা, দ্বিজ পীতাম্বর এই কয়।।

পয়ার।। হরিধ অন্তরে ব্রহ্মা মহেশ্বরে কয়। তবু ভ্রান্ত অন্তরেতে থাকে দয়াময়।। বিশ্বের ঈশ্বর তুমি তুমি বিশ্ব গুরু। তোমার করুণা তুল্য নহে কল্পতরু।। অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি। অনন্ত না তব অন্ত পায় পশুপতি।। কালরূপে কৃতান্ত অন্তক কাশীশ্বর। কাতরে কৈবল্য দাতা কৈলাস ঈশ্বর।। কৃপা করি বিস্তারিয়া কহ পঞ্চাননে। অষ্টশত জপ সংখ্যা হইবে কেমনে।। ব্রহ্মার বচন শুনি হাসিল মহেশ। বিবরণ শুন বিধি বলি সবিশেষ।। প্রথম মালায় জপ হবে দুই বার। সপ্তাতীত মালাতে জপিবে এপ্রকার।। ক্রমে সপ্তাতীত করে এরূপে জপিবে। একবারে জপ সংখ্যা সাতান্ন হইবে।। পুন আদ্য মালায় জপিবে দুই বার। তবে অষ্টশত সংখ্যা হইবে তাহার।। পঞ্চ মত উপাসক তোমার সৃজিত। এরূপে সাধিলে মোক্ষ পাইবে নিশ্চিত।। বিধি কহে কৃতার্থ করিলা কৃপাকরে। জীবের নিস্তার হেতু ভ্রান্ত গেল দূরে।। কালী কৃষ্ণ শিব রাম এক কলেবর। তোমার কৃপায় গুরু জানিবেক নর।। একান্ত করিলে ভক্তি মুক্তি লাভ হয়। সারজ্ঞান তত্ত্ব দ্বিজ পীতাম্বর কয়।।

সমাপ্তঃ।